ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● সম্পাদক শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● সহ-সম্পাদক শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● সম্পাদকীয় পরামর্শক পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● অনুবাদক স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● প্রুফ সংশোধক সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● প্রবন্ধক জয়ন্ত চৌধুরী ● প্রচ্ছদ/ডিটিপি শ্রবণ ধারা ● হিসাব রক্ষক বিদ্যাধর দাস ● গ্রাহক সহায়ক জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● সৃজনশীলতা রঙ্গীগৌর দাস ● প্রকাশক ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে সত্যদর্শী নন্দা দ্বারা প্রকাশিত ● অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, মোবাইলঃ ৯০৭৩৭৯১২৩৭, মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার (বুক পোস্ট) ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার (রেজিস্ট্রি পোস্ট) ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার (ক্যুরিয়ার সার্ভিস) ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০১৯ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

৪৩ বর্ষ ▪ ৮ম সংখ্যা ▪ দামোদর ৫৩৩ ▪ অক্টোবর ২০১৯

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

শিলার মধ্যে প্রাণ দর্শনের লক্ষ্য

যখন আমরা শিলাতে কৃষ্ণের রূপের সৃষ্টি করি তখন আমরা সেই শিলা মূর্তি অর্চনা করি। আমরা কোন পাথরের অর্চনা করি না। কারণ সমস্ত কিছুই কৃষ্ণের শক্তির প্রকাশ কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমাদেরকে কুকুরের পুজো করতে হবে। না আমাদের বিষয় হচ্ছে কৃষ্ণের স্বরূপের অর্চনা করা।

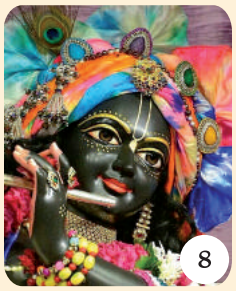
৪

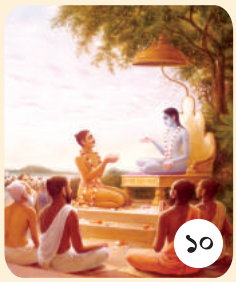
১০

১০ আদর্শ জীবন

ভক্তরাও কি ক্লেশ ভোগ করে?

একজন ভক্তের এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, সে তার মন এবং ইন্দ্রিয়ের খেয়ালখুশী মতো ইচ্ছার দ্বারা চালিত হবে না। যদি আমরা একটি স্বাস্থ্যপ্রদ দেহ চাই তাহলে আমাদেরকে স্বাস্থ্যবর্ধক খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদেরকে কখনোই কলুষিত পরিবেশে প্রকট করা চলবে না যাতে করে আমরা না রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি।

১৭ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে আমরা দিব্য জীবন লাভ করতে পারি ও পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তা প্রদর্শন করা এবং কিভাবে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া।

২৫ পরিচয়

ব্রজধাম দর্শন

মথুরা ধামের কথা বললে হরিনাম জপের ফল হয়। মথুরা কথা শ্রবণ করলে কৃষ্ণ নাম শ্রবণের ফল হয়। কিছু স্পর্শ করলে শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্পর্শের ফল হয়। কিছু আঘ্রাণ করলে তুলসী আঘ্রাণের ফল হয়, কিছু দর্শন করলে হরি দর্শনের ফল হয়। হাঁটলে পদে পদে সর্বতীর্থ যাত্রার ফল হয়।

৬ প্রচ্ছদ কাহিনী

কার্তিক মাসের মাহাত্ম্য

আমরা শুধু তোতাপাখীর মতো গাইব না, আমাদের একটি গভীর উপলব্ধি থাকতে হবে যাতে আমরা যখন গাইব আমাদের চেতনায় কিছু ঘটার অনুভব থাকবে। কার্তিক মাসের দামোদর ব্রতের সম্পূর্ণ লাভ প্রাপ্ত করতে দামোদর অষ্টকমের অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধি করুন এবং সমগ্র মাসকে কৃষ্ণভাবনাময় করে তুলুন।

৬

প্রবন্ধ

১৪ আচার্য বাণী

শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষ

শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য এবং দিব্য ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণবিদ্বেষীরা তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত কৃষ্ণবিদ্বেষীদের অজস্র অসুরজন্ম প্রদান করেন। এই সমস্ত পশুঘ্ন ব্যক্তিরা কোনও দিনও কৃষ্ণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।

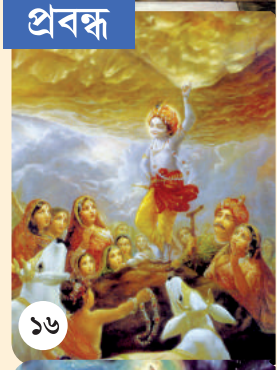
১৬

৩১ উৎসব

দীপদান মাহাত্ম্য

সারা বছরই শ্রীহরির উদ্দেশ্যে প্রদীপ নিবেদন করতে হয়। নিত্য নিয়মিত আরতির জন্য ঘৃত প্রদীপ নিবেদন করা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তবে কার্তিক বা দামোদর মাসে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রদীপ নিবেদনের বিশেষ মাহাত্ম্য বিদ্যমান।

২৬

৩২

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

বহু দিন ধরে ভক্তি লাইনে আছি। কিন্তু জড় কামনা-বাসনা কখনই দূর হয় নি। এর কারণ কি?

১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

মনোহরা ছানা

২৩ ইসকন সমাচার

নিউ গোবর্ধন প্রসাদ বুথে TOVP'র ভাব ব্যবহার করা হলো

২১ ছোটদের আসর

ডুবন্ত মানুষ

৩০ ভক্তি কবিতা

সাধুর লক্ষণ

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

কিরূপে আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ থেকে অধিকতম আনন্দ আহরণ করব?

আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ যার অধিকাংশই অনিয়ন্ত্রিত যাদেরকে বিষধর সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ঠিক যেমন একটি সর্পের দংশন মানুষকে মৃত্যু দেয় অনুরূপভাবে বন্য ইন্দ্রিয় বহু সময় মানুষকে তার তৃপ্তির দিকে ধাবিত করে, যার জন্য মানুষ নিজেকে ধ্বংস করতেও পিছপা হয় না। তাই শাস্ত্র আমাদেরকে ইন্দ্রিয় সমূহ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলছে। কিন্তু ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ এত সহজ কাজ নয়। এমনকি অতীতে বিখ্যাত ব্যক্তিত্বও ইন্দ্রিয়ের কাছে নৃশংসভাবে পরাজিত হয়েছেন।

এখন আমরা বিশ্বামিত্র মুনির উদাহরণ দেখব। গভীর জঙ্গলে যিনি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং অন্নজল উপেক্ষা করে হাজার বৎসর যাবৎ কঠোর তপস্যা করেছিলেন। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র একদিন উর্বশী, মেনকাকে নির্দেশ দিলেন ঐ মহামুনির তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য যিনি সমস্ত পার্থিব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। এবং সেই লক্ষ্য মেনকা অনায়াসেই সাফল্যের সঙ্গে পূরণ করেন। মেনকা যে অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন তা ছিল অত্যন্ত প্রাণঘাতী এবং এর থেকে নিস্তার পাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা বিরল। ঐ অন্ধকার গভীর জঙ্গলে ভয়ংকর জীবজন্তুর গর্জন সাহসী মহামুনিকে ভীত করতে পারেনি। কিন্তু যে মুহূর্তে মেনকার নূপুর ধ্বনি তার কর্ণে প্রবেশ করল, তার চক্ষুদ্বয় যা এতক্ষণ পর্যন্ত ধ্যানে মুদিত ছিল তা উন্মত্ত ও লোলুপতার সঙ্গে সুন্দরীর অন্বেষণ করতে লাগল এবং মুহূর্তের মধ্যে তার হাজার বছরের তপস্যা বিফল হয়ে গেল।

এই ঘটনা আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ কত শক্তিশালী, কেমন ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ যে কোন মুহূর্তে আমাদেরকে উন্মত্ত করে তোলে এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বস্তু থেকে শুধুমাত্র আমাদের লিপ্সাকে প্রতিহত করলেও আমাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির লিপ্সাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা নাও করতে পারে।

পবিত্র শাস্ত্র সমূহ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে পারমার্থিক সেবাতে সংযুক্ত করে তা নিয়ন্ত্রণের সর্বোত্তম পন্থার কথা বলে। একবার যখন আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ পরম পারমার্থিক স্বাদের সন্ধান পায় তখন তা নিম্নমানের জড় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি আসক্ত হয় না যা প্রকৃতপক্ষে চরম দুঃখ ও দুর্দশার দ্বার সকলকে উন্মোচিত করে।

অম্বরীশ মহারাজ, ভগবান কৃষ্ণের একজন পরম ভক্ত, তিনি নিজেকে দিয়ে আমাদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করেছেন যে, কিরূপে আমাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করা যায়। তিনি তাঁর চিত্তকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে নিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর বাক্যগুলি ভগবানের পরমধাম বর্ণনায় নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর করযুগল ভগবানের শ্রীমন্দির মার্জনের নিমিত্ত নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁর কর্ণযুগলকে ভগবানের নিত্যলীলা কাহিনী শ্রবণের নিমিত্ত নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁর নয়ন যুগলকে ভগবানের দিব্যরূপ দর্শনের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁর দেহ সর্বদা ভক্তজন স্পর্শ করার জন্য নিযুক্ত ছিল, তাঁর নাসিকা ভগবানের শ্রীচরণকমলে অর্পিত পুষ্প সমূহের সুঘ্রাণ গ্রহণ করার নিমিত্ত নিযুক্ত ছিল, তাঁর জিহ্বা ভগবানকে অর্পিত তুলসীপত্র আস্বাদন করার নিমিত্ত নিযুক্ত ছিল ... (শ্রীমদ্ভাগবত ৯। ৪। ১৮-২০)

প্রাথমিকভাবে আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ এগুলিকে পারমার্থিক সেবার কার্যে নিযুক্ত হতে বাধা দান করবে কারণ এতে তাৎক্ষণিক আনন্দ নেই। এটি কথিত আছে যে, জন্ডিস রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কাছে আখের রস তিক্ত অনুভূত হয়। কিন্তু সে যদি পথ্য মনে করে নিয়মিত তা সেবন করে তাহলে সে অচিরেই রোগমুক্ত হবে এবং আখের রসের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদনের আনন্দ প্রাপ্ত হবে। অনুরূপভাবে আমরা ভবরোগে আক্রান্ত কিন্তু আমরা যদি নিয়মিত পারমার্থিক সেবার অভ্যাস রূপ পথ্য গ্রহণ করতে থাকি তাহলে আমাদের কলুষিত ইন্দ্রিয় সমূহ পরিশেষে শুদ্ধ হয়ে উঠবে। এবং পারমার্থিক জ্ঞানী অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ আমাদের দুর্দশাগ্রস্ত করবে না পক্ষান্তরে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হওয়ার কারণে আমাদেরকে অসীম আনন্দ ও পরম সুখ প্রদান করবে।

শিষ্যদের সাথে কথোপকথন, প্যারিস, জুন ১৯৭৪

শিলার মধ্যে প্রাণ দর্শনের লক্ষ্য

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

ভক্ত — কিছুদিন পূর্বে এক ব্যক্তি মন্দিরে এসেছিলেন এবং তর্ক করছিলেন যে, যখন আমরা মৃত্যুর পর জীবন আছে কি নেই নিশ্চিত করে বলতে পারি না তখন এর জন্য আমরা কেন উদ্বিগ্ন হব? তাই এক অধিক প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলাই উত্তম। অন্ততঃ পক্ষে এইটুকু আমরা বুঝতে পারি এবং এটি হবে এক অর্থপূর্ণ কর্ম সম্পাদন।

শ্রীল প্রভুপাদ — ঐ ব্যক্তিটি হয়তো এটি বুঝতে পারবে না যে, তার মৃত্যুর পর আত্মা অন্য আর এক দেহ প্রাপ্ত হবে, কিন্তু সে তার বর্তমান দেহ থেকে বিতাড়িত হবে এটি বুঝতে পারবো। সে কি এটি বুঝতে পারবে না?

ভক্ত — সে চিন্তা করবে যে, অর্থনৈতিক উন্নতিতে নিয়োজিত হওয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

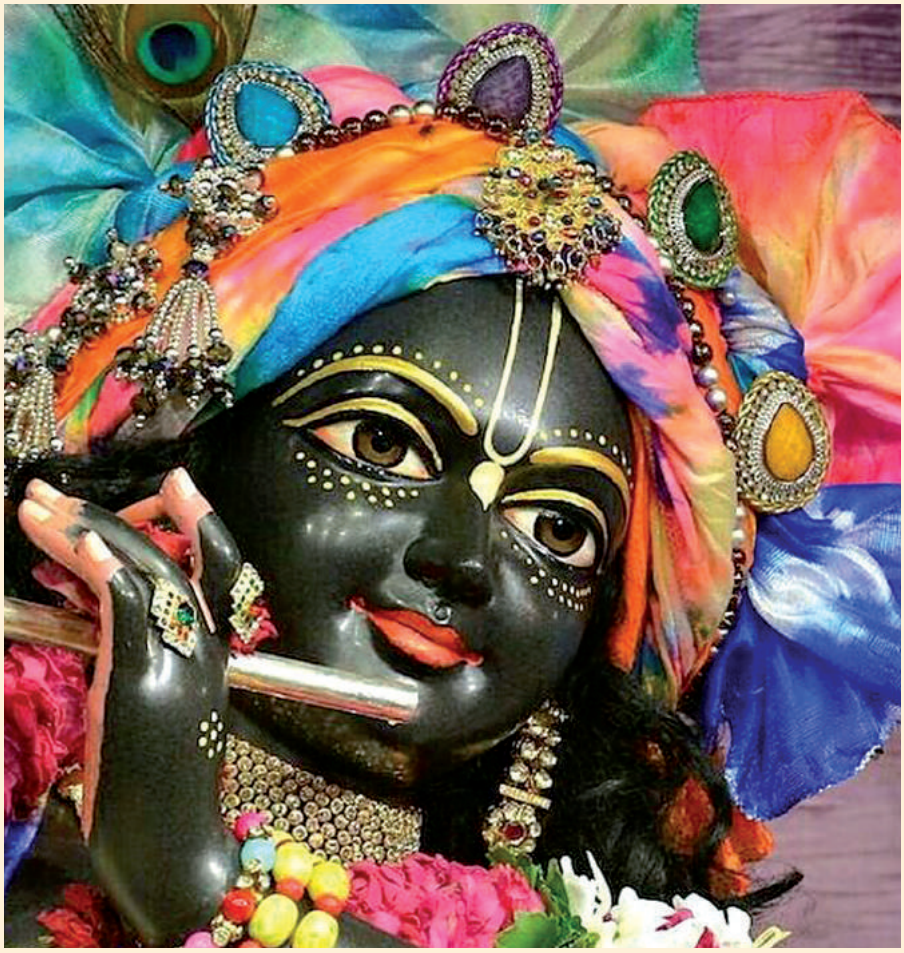

শ্রীল প্রভুপাদ — সুতরাং সে একজন মূর্খ। মনে কর আমি এখন প্যারিস পরিভ্রমণে এসেছি এবং তুমি বলবে, 'যে মুহূর্তে আপনার ভিসার অনুমোদন শেষ হবে আপনাকে বিতাড়ন করা হবে।' আমি কি বিশদভাবে এখানে কিছু সৃষ্টি করার জন্য উৎসাহী হব? আমি দুমাস পরে এখান থেকে বিতাড়িত হব তাহলে কেন আমি এখানে এক বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করব? একমাত্র একজন নিরেট মূর্খই এই কাজ করবে। মহামূর্খ জানে যে, সে বিতাড়িত হবে তবুও সে দিবারাত্র পরিশ্রম করে ইঁট, পাথর জোগাড় করার জন্য এবং সে একজন 'বড়লোক' বনে যায়। একজন মহামূর্খ একজন বড়লোক হিসাবে পরিগণিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত (২। ৩। ১৯) বলে, শ্ব-বিড্-বরাহ-উষ্ট্র-খরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ। কুকুর, শূকর, উট এবং গাধার ন্যায় মানুষেরা তাদেরই প্রশংসা করে যারা অভক্ত।

ভক্ত — কখনো কখনো মানুষ যুক্তি দেয় ভগবান আমাদেরকে ইন্দ্রিয় প্রদান করেছেন তাই আমাদের তা উপভোগ করা উচিত।

শ্রীল প্রভুপাদ — কুকুরও তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করছে। তুমি কি ভোগ করছো যা কুকুর করে না? তুমি খাও, কুকুরও খায়। তুমি ঘুমাও, কুকুরও ঘুমায়। তুমি মৈথুন করছো, কুকুরও মৈথুন করে। তুমি তোমার শত্রুর ভয়ে ভীত, কুকুরও তার শত্রুর ভয়ে ভীত। সুতরাং কুকুরের মানসিকতা এবং তোমার মানসিকতার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

ভগবান তোমাকে এটা বোঝার মতো বুদ্ধিমত্তা প্রদান করেছেন যে, তুমি কেউ নও তিনিই সব। এটি অনুধাবন করাই বুদ্ধিমত্তা। যখন তুমি বুঝতে পারবে, ঈশ্বর মহান, আমি তার দাস, সেটিই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে তুমি কুকুরের মতো হবে।

ভক্ত — বর্তমানে মানুষ যুক্তি দিচ্ছে ভগবান মৃত।

শ্রীল প্রভুপাদ — তাদেরকে আমি উত্তর দিই যে, ভগবান মৃত নয়। তোমাদের বুদ্ধিমত্তা মৃত। তোমার একটি মৃত শরীর আছে আর সেটি নিয়েই তোমার এত গর্ব। দেহ একটি মোটর গাড়ীর ন্যায়, যদি এর মধ্যে চালক না থাকে তাহলে মোটর গাড়ী মৃত, এটি কোন কাজ করবে না। অনুরূপভাবে দেহও মৃত এবং যখন তুমি অর্থাৎ আত্মা এই দেহত্যাগ করবে এই দেহও কার্য করা বন্ধ করে দেবে। অর্থাৎ তুমি একটি মৃত শরীর অধিগ্রহণ করে আছ। যতক্ষণ তুমি এর মধ্যে আছ ততক্ষণই এটি কর্মক্ষম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহ হচ্ছে মৃত। এবং তুমি একটি মৃতদেহের সাজসজ্জা করছো। তোমার যা কিছু অর্জিত সম্পদই হচ্ছে মৃতদেহের ওপর সজ্জাকরণ। অপ্রাণস্য দেহস্য মণ্ডনম্ লোকরঞ্জনম্। কতগুলি মহামূর্খ প্রশংসা করতে পারে। ওহ আপনি কত বুদ্ধিমান; আপনি আপনার দেহ এত সুন্দরভাবে অলংকৃত করছেন। কিন্তু একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি বলবে, এই মানুষটি কত মূর্খ যে, সে একটি মৃতদেহ অলংকৃত করছে।

ভক্ত — কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আমরা মন্দিরে শ্রী বিগ্রহের অলংকরণ কেন করি?

শ্রীল প্রভুপাদ — কারণ এটি মৃত নয়। এটি জীবন্ত। যে এই ধরনের যুক্তির অবতারনা করে সে জানে না যে, আমরা একটি প্রকৃত এবং সজীব দেহের অলংকরণ করছি।

ভক্ত — আপনি বলছেন শ্রীবিগ্রহ সজীব দেহ কিন্তু দেখে মনে হয় এটি শিলা। শ্রীবিগ্রহে প্রাণের কোন চিহ্নই তো নেই।

শ্রীল প্রভুপাদ — সেখানে প্রাণ আছে — পরম চেতনা — কিন্তু সেটিকে দেখার মতো তোমার দৃষ্টিশক্তি নেই। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনেন। একজন ভক্ত সে দেখতে পায় যে, শ্রীবিগ্রহ জীবন্ত। আমরা কি মূর্খ যে, আমরা একটি মৃতদেহের অর্চনা করছি? তুমি কি মনে কর বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পরেও আমরা শুধুমাত্র শিলা অর্চনা করছি? পরম সত্যকে দর্শন করার মতো তোমার দৃষ্টিশক্তি নেই। তোমার দৃষ্টিশক্তিকে শুদ্ধ করতে হবে যাতে তুমি দর্শন করতে পার যে, শ্রীবিগ্রহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যমান।

ভক্ত — অধিকাংশ মানুষই এমনকি আত্মার অস্তিত্ব আছে এটাই বুঝতে পারে না। সুতরাং তারা শ্রীবিগ্রহকে কিভাবে অনুধাবন করতে পারবে?

শ্রীল প্রভুপাদ — সুতরাং তাদেরকে আমাদের ছাত্র, আমাদের শিষ্য হতে হবে এই বিজ্ঞানকে জানার জন্য। তারপর তারা অনুধাবন করতে পারবে যে, শিলা, শ্রীবিগ্রহ আসলে কৃষ্ণ।

ভক্ত — আমার দেহও কি তাহলে কৃষ্ণ, যেহেতু এটি শ্রীবিগ্রহের মতো মাটি দিয়ে তৈরী?

শ্রীল প্রভুপাদ — না। কিন্তু এটি কৃষ্ণের শক্তি। তাই এই দেহ কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করা উচিত। এই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। যে মুহূর্তে তুমি অনুধাবন করতে পারবে, এই দেহ হচ্ছে কৃষ্ণের শক্তি, তুমি এই দেহটিকে তাঁর সেবা ভিন্ন অন্য কর্মে নিয়োজিত করবে না। কিন্তু মানুষের এই চেতনা নেই। তারা চিন্তা করে তারা দেহ অথবা দেহ তাদের। এটি ভ্রম।

ভক্ত — যখন নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিকরা ভগবদ্ গীতায় (১৮। ৬১) পড়ে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তখন তারা যুক্তি দেয় যে, যখন ভগবান কৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন তখন প্রতিটি জীবই কৃষ্ণ।

শ্রীল প্রভুপাদ — কেন? যদি আমি একটি কক্ষে অবস্থান করি তাহলে আমি কি কক্ষ হয়ে যাই? এই তর্কে কি যথেষ্ট যুক্তি বিদ্যমান? কৃষ্ণ আমার দেহের মধ্যে বিদ্যমান, এবং আমিও আমার দেহে বিদ্যমান কিন্তু এর অর্থ কি এই হয় যে, আমি দেহ বা কৃষ্ণ হচ্ছে দেহ? কৃষ্ণই সব তথাপি কৃষ্ণ সবকিছুর থেকে পৃথক। ভগবদ্গীতায় (৯। ৪) কৃষ্ণ বলছেন,

যখন আমরা শিলাতে কৃষ্ণের রূপের সৃষ্টি করি তখন আমরা সেই শিলা মূর্তি অর্চনা করি। আমরা কোন পাথরের অর্চনা করি না। কারণ সমস্ত কিছুই কৃষ্ণের শক্তি প্রকাশ কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমাদেরকে কুকুরের পুজো করতে হবে। না আমাদের বিষয় হচ্ছে কৃষ্ণের স্বরূপের অর্চনা করা।

ময়া ততম্ ইদম্ সর্বম্ জগৎ অব্যক্ত মূর্তিনা — অব্যক্ত রূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। মৎস্থানি সর্বভূতানি — 'সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত।' ন চাহম্ তেষু অবস্থিতঃ 'কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।' এটিই হচ্ছে একত্রে অবস্থান এবং ভিন্নও। (অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব)

ভক্ত — অন্য ধর্মাবলম্বীরা কোন তথ্য দেয় না —

শ্রীল প্রভুপাদ — আমরা ধর্মের কথা বলছি না, আমরা বিজ্ঞানের কথা বলছি। 'ধর্ম' কথাটি উল্লেখ করবে না। অনেক ধর্ম আছে যেখানে মানুষ অন্ধের মতো অনেক কিছু করে। সেই সমস্ত 'ধর্ম' আমাদের বিষয় নয়; আমরা বিজ্ঞানের কথা বলছি।

ভক্ত — ভগবানে শক্তি কিভাবে কার্য করে এই বিজ্ঞান?

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তাপই আগুন, এটি কি ভুল?

ভক্ত — না, কারণ তাপ আগুন থেকে উদ্ভুত।

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ। তাপ হচ্ছে আগুনের শক্তি। তাই কেউ কেউ বলতে পারে তাপই আগুন কিন্তু একই সময়ে তাপ আগুন নয়। এটি একত্রে আগুনের সঙ্গে আছে কিন্তু আগুন থেকে ভিন্ন।

ভক্ত — কেউ কেউ বলতে পারে 'যদি শিলা কৃষ্ণ হয়, তাহলে আপনারা সমস্ত শিলাই কেন অর্চনা করেন না।'

শ্রীল প্রভুপাদ — যখন আমরা শিলাতে কৃষ্ণের রূপের সৃষ্টি করি তখন আমরা সেই শিলা মূর্তি অর্চনা করি। আমরা কোন পাথরের অর্চনা করি না। কারণ সমস্ত কিছুই কৃষ্ণের শক্তির প্রকাশ কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমাদেরকে কুকুরের পুজো করতে হবে। না, আমাদের বিষয় হচ্ছে কৃষ্ণের স্বরূপের অর্চনা করা।

কার্তিক মাসের মাহাত্ম্য

শ্রীমৎ লোকনাথ স্বামী মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদ এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এটিকে সর্বোত্তম মাস বলে অভিহিত করেছেন। ১৯৭২ সালে এই মাসের গুরুত্ব বিচার করে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর সকল পূর্বনির্ধারিত কার্যাবলী এবং ভ্রমণের পরিকল্পনাকে সরিয়ে রেখে এই সময় বৃন্দাবন বাস করেন।

তিনি লেখেন, 'কার্তিক মাসে আমার বৃন্দাবনে আসার পরিকল্পনা, আমি প্রায় নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত রাধা দামোদর মন্দিরে অবস্থান করতে অভিলাষী। আমি প্রত্যহ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবচন দেব।'

১৯৭২ সালে ১৫ই অক্টোবর কার্তিক মাসের সূচনা হয় এবং শ্রীল প্রভুপাদ এই উপলক্ষ্যে যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হন। আমিও সেখানে ঘটনাক্রমে উপস্থিত ছিলাম।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ দামোদর মাস মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখেছেন — 'এই উৎসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হলো ঊর্জাব্রত। এখানে ঊর্জাব্রত হয়। কার্তিক মাসে বিশেষভাবে বৃন্দাবনে ঊর্জাব্রত পালন করা হয়।'

মাতা যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণকে রজ্জু বা দাম বন্ধনে আবদ্ধ করার লীলাই দামোদর। কথিত আছে যে, ভগবান দামোদরের মতোই এই কার্তিক মাসটিও ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়। মন্দিরে ভগবানের দামোদর রূপের বিশেষ অর্চনা হয়ে থাকে। এই মাস এত পবিত্র যে, এমনকি যে সকল ব্যক্তির মধ্যে যথার্থ নিষ্ঠার অভাব রয়েছে তারাও যদি ভারতবর্ষের মথুরা অঞ্চলে কার্তিক মাসে পালনীয় রীতি নীতি অনুসারে ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদন করে তারাও ভগবানের ব্যক্তিগত সেবার পুরস্কার সহজেই লাভ করে।

কার্তিক মাস কিভাবে পালনীয়

এক ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদকে কার্তিকের প্রারম্ভে ঊর্জাব্রত বর্ণনা করতে অনুরোধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দেন — 'ঊর্জাব্রতে আপনি একমাস দিনের চব্বিশ ঘন্টা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে পারেন।'

শ্রীল প্রভুপাদ যখন এই উক্তি করেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর এই উক্তি শুনে উপস্থিত ৪০ বা ৫০ জন ভক্ত অবিলম্বে জপ শুরু করেন। তারপর শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের অনুরোধ করেন — 'ঘুমাবেন না, আহার করবেন না। এই হলো ঊর্জাব্রত। আপনারা কি এটি পালন করতে পারবেন?'

একজন বিশেষ ভক্ত বলেন, 'ওহ! আমি জানি না! আপনি এটি করতে পারবেন?' শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, 'আমি জানি না!'

উপস্থিত সকলে এতে হেসে ফেলেন। গৌতমীয় তন্ত্র অনুসারে বিশেষভাবে এই কার্তিক মাস মন্ত্রসিদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ। সিদ্ধি শব্দটির অর্থ উৎকর্ষতা, বিশেষভাবে যোগ হতে প্রাপ্ত উৎকর্ষতাই বোঝায়। যেহেতু এই মাসটি মন্ত্র সিদ্ধির জন্য 'সহায়ক' — সেইজন্যে প্রত্যেককে 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপে উৎকর্ষতা প্রাপ্তিতে যত্নশীল হওয়া উচিত।

শ্রীল প্রভুপাদের সাথে কার্তিক মাস উদ্‌যাপন

১৯৭২ সালের কার্তিক মাসে শ্রীল প্রভুপাদ রাধা দামোদর মন্দিরে অবস্থান করেছিলেন এবং আমরা ছিলাম কেশীঘাটে, যেখানে ভরতপুরের রাজার প্রাসাদটি রয়েছে। আমরা ঊষাকালে উঠে যমুনানদীতে বড় বড় কচ্ছপের সাথে স্নান করতাম। শ্রীল প্রভুপাদের পরিকল্পনা ছিল জনসাধারণের জন্য অনুষ্ঠান না করে ভক্তদের কল্যাণের জন্য ক্লাস দেওয়া। এইরূপেই বিখ্যাত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বক্তৃতাগুলি সারিবদ্ধ ভাবে এসেছে। প্রত্যহ প্রভাতে তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপর একটি ক্লাস দিতেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উপরে একটি ক্লাস দিতেন। ভাগবত ক্লাসের পরে আমরা রাধা-দামোদর মন্দিরে কীর্তন করতাম এবং অতঃপর আমরা যাত্রা করতাম কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরের নির্মাণস্থলের দিকে। আমরা লুই বাজার হয়ে আকাবাঁকা পথে মদনমোহন মন্দিরে পৌছতাম; অতঃপর আমরা বর্তমানে যা ভক্তিবেদান্ত গোশালা নামে পরিচিত তার মধ্য দিয়ে আরও আকাবাঁকা পথে মন্দিরের নির্মাণস্থলে যাত্রা সমাপ্ত করতাম। তখন নির্মাণকার্য সবে ভিত খননকার্যের স্তরে ছিল। সেখানে পৌছে আমরা মন্দিরের ধূলায় যা কিনা রমনরেতিও ছিল সেখানে শ্রদ্ধাবনত রূপে প্রণাম নিবেদন করতাম। প্রতিবারই আমরা সেখানে একটি বিশেষ তমাল বৃক্ষের নিকট দাড়াতাম। এটি প্রায় ৩ থেকে ৫ ফুট লম্বা ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ উদ্দেশ্যেই মন্দিরের ভূমিতে বৃক্ষটিকে রেখে দিয়েছিলেন। বস্তুত নির্মাণকার্যের সম্পূর্ণ নকশাটি এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে মন্দির প্রাঙ্গণে ঐ বৃক্ষটি থাকে। আজ মন্দির প্রাঙ্গণের বর্তমান বৃক্ষটি মূল বৃক্ষের তৃতীয় অবতার।

এই ছিল আমাদের কার্যক্রম। প্রত্যহ আমরা মন্দির নির্মাণস্থলে গিয়ে জপ করতাম এবং তারপর সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রবচনে উপস্থিত হতাম — মধ্যবর্তী সময়ে দিনে তাঁর বাসস্থানেও অনেক সঙ্গ লাভ করতাম। শ্রীল প্রভুপাদের বাসস্থানটি ছিল একটি ক্ষুদ্র ঘর। ঘরটি এত ক্ষুদ্র ছিল যে, আমরা দেখে আশ্চর্য হতাম। আদিত্য দাসী এবং পঞ্চদ্রাবিড় দাস যিনি সেই সময় ডেভিড ব্রহ্মচারী রূপে পরিচিত ছিলেন তারা সেখানে ছিলেন। কার্তিক মাসে একই সময়ে আমার সঙ্গে তার দীক্ষা হয়েছিল। একদিন শ্রীল প্রভুপাদ সকল ভক্তগণকে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে সেবা কুঞ্জে গেলেন। তিনি ভগবানের বিভিন্ন লীলাপ্রসঙ্গে, নিশিকালীন লীলাসমূহ বর্ণনা করে রাসনৃত্য সম্পর্কে ক্ষুদ্র ভূমিকা দিলেন।

সমগ্র মাস জুড়ে এটি একটি শক্তিশালী কার্যক্রম ছিল, বৃন্দাবনে বাস, শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ, রাধা-দামোদর মন্দিরে অবস্থান এবং মন্ত্র সিদ্ধি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আমাদের 'হরে কৃষ্ণ' জপ। শ্রীল প্রভুপাদ হলেন মহাভাগবত এবং ভাগবত সম্পর্কে বলা উত্তম। আমি নিশ্চিত, পরবর্তীকালে ভাগবত রচনার সময়ে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীল প্রভুপাদ সম্পর্কে কয়েক অধ্যায় রচনা করবেন।

আমরা শুধু তোতাপাখীর মতো গাইব না, আমাদের একটি গভীর উপলব্ধি থাকতে হবে যাতে আমরা যখন গাইব আমাদের চেতনায় কিছু ঘটার অনুভব থাকবে। কার্তিক মাসের দামোদর ব্রতের সম্পূর্ণ লাভ প্রাপ্ত করতে দামোদর অষ্টকমের অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধি করুন এবং সমগ্র মাসকে কৃষ্ণভাবনাময় করে তুলুন।

কার্তিক মাসে প্রত্যহ আমরা দামোদর অষ্টকম্ গীত গাইতাম, এটি পদ্মপুরাণে সত্যব্রত মুনি কর্তৃক রচিত এক প্রার্থনা সঙ্গীত। দামোদর অষ্টকমটি নারদ মুনি এবং শৌনক ঋষির কথোপকথনকালে প্রকাশ পেয়েছিল। সনাতন গোস্বামী রচিত হরিভক্তি বিলাসেও এটি রয়েছে এবং তিনি এর তাৎপর্যও বর্ণনা করেছেন। দামোদর মাস বা দামোদর ব্রত কিভাবে পালনীয় তার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন।

দামোদর লীলা

মন্ত্রটির সম্পূর্ণ লাভ প্রাপ্ত করতে এর মধ্যকার ভাবের সম্পর্কে আমাদের গভীর উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন এবং অতঃপর ভক্তির প্রয়োজন। ভাব থেকে ভক্তি আসে যেমন দেবকীনন্দন দাস বলেছেন, 'প্রথমে ভাব পরে ভক্তি। এতে কোন গোলমাল নেই।'

দামোদর শব্দটি নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ 'দাম' অর্থাৎ রজ্জু এবং উদর অর্থাৎ ভগবানের উদর। গোকুলে দীপাবলীর সময়ে একদিন এই লীলাটি হয়েছিল। মাতা যশোদা সাধারণতঃ কৃষ্ণকে প্রাতে জাগিয়ে দিতেন, কিন্তু সেই প্রাতে তিনি জাগাননি, তার পরিবর্তে তিনি উঠেই শীঘ্র

মাখন মন্থনে রত হলেন। কৃষ্ণ উঠে দেখেন মা এত ব্যস্ত যে, তিনি তাঁর সঙ্গে কথাও বললেন না, এমনকি তাঁকে দুগ্ধপানও করানোর কথা ভাবলেন না। অতঃপর কৃষ্ণ মন্থনদণ্ডের কাছে গিয়ে সেটি ধরে তাঁকে মন্থনে বিরত করতে চাইলেন। তিনি তার বক্ষ লক্ষ্য করে লাফ দিলেন যাতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে তিনি ক্ষুধার্ত। যশোদা বসে তাঁকে দুগ্ধপান করাতে শুরু করলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি উপলব্ধি করলেন যে, উনানে যে দুধ বসানো আছে সেটি উথলাতে শুরু করেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকে ছেড়ে উনানের কাছে এলেন। বস্তুত এখানে দুগ্ধও একটি ব্যক্তিত্ব। যখন সে দেখল যে, কৃষ্ণ মাতা যশোদার স্তন্যপান করছেন সে ভাবল, 'হায়! আর আমার এই জীবন রেখে কি হবে? আমি আত্মহত্যা করব কিন্তু কিভাবে? হ্যাঁ, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে।' এইরূপে দুধ উথলে উনানে আগুনে ঝাঁপ দিল। সুতরাং যশোদা দুধ দেখতে ধাবমান হওয়ায় কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কিছু করতে চাইলেন। সেইজন্য কাঠের উদুখলের উপর উঠে মাখনের পাত্রের কাছে পৌছে তা ভাঙলেন। উদুখলের উপরে আরোহণ করার সময় তিনি ভেবেছিলেন যশোদা যে কোন মুহূর্তে তাঁকে দেখবেন। তিনি ইতি উতি চাইলেন। কৃষ্ণ মাখন চুরির কালে তা বিতরণও করছিলেন, সারিবদ্ধ বানর কুলকে মাখন খাইয়ে সমগ্র দানছত্র পরিচালনা করছিলেন। অকস্মাৎ মাতা যশোদা সেখানে উপস্থিত হওয়ায় কৃষ্ণ মা যশোদা যে কোন মুহূর্তে তাঁকে ভর্ৎসনা এবং প্রহার করবেন এই ভয়ে সম্মুখের দরজা দিয়ে পলায়ন করলেন। যখন মা যশোদা অবশেষে কৃষ্ণকে ধরে কাঠের উদুখলের সঙ্গে বাঁধলেন, তিনি সেই উদুখলটিকেও কৃষ্ণকে মাখন চুরিতে সাহায্য করার জন্য শাস্তি দিলেন — একেই উখল বন্ধন লীলা বলা হয়। আমরা এখানে দেখতে পাই যে, যদিও কৃষ্ণ সর্বদা মাখন চুরি করে গ্রহণ করেন সেদিন তিনি হাতে নাতে ধরা পড়লেন।

দামোদরাষ্টকমের অর্থ উপলব্ধি করলে তবেই আমরা এই প্রার্থনা যথার্থ ভাব নিয়ে গাইতে পারব। আমরা শুধু তোতাপাখীর মতো গাইব না, আমাদের একটি গভীর উপলব্ধি থাকতে হবে যাতে আমরা যখন গাইব আমাদের চেতনায় কিছু ঘটার অনুভব থাকবে। আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করি কার্তিক মাসের দামোদর ব্রতের সম্পূর্ণ লাভ প্রাপ্ত করতে দামোদর অষ্টকমের অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধি করুন এবং সমগ্র মাসকে কৃষ্ণভাবনাময় করে তুলুন।

প্রশ্ন ১। আমাদের পাড়াতে কয়েকজন মন্তব্য করছেন, গুরুদেব যেদিন হরিনাম দীক্ষা দেবেন, সেই দিন থেকেই হরিনাম জপ করা উচিত, তার আগে নামজপ করা মোটেই ঠিক নয়। এই ব্যাপারে আলোকপাত করুন।

উত্তর ঃ এই উদ্ভট মন্তব্য ঠিক এরকম যে, কোনও মেয়েকে বলা হচ্ছে, 'যেদিন তুমি বিবাহিতা হবে সেইদিন থেকে তোমার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অন্ন ব্যঞ্জন রান্না করা উচিত, তার আগে রান্না করা মোটেই ঠিক নয়।' কিংবা কোনও ছেলেকে বলা হলো, 'কর্তৃপক্ষ যেদিন তোমাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেবেন, সেই দিন থেকেই তোমার গাড়ি চালানো উচিত, তার আগে গাড়ি চালানো মোটেই ঠিক নয়।' আপনার মন্তব্যকারীদের এই ধারণাই নেই যে, বিয়ের আগে কন্যাকে দর্শন করতে এসে কন্যা কি কি রান্না জানে সেই প্রশ্ন বরপক্ষের লোকেরা করে থাকেন। ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়ার আগেই কর্তৃপক্ষ জানতে চান ভালোমতো ড্রাইভিং পদ্ধতি তার জানা আছে কিনা। ঠিক তেমনি দীক্ষার আগেই দীক্ষাপ্রার্থীকে অবশ্যই নামজপ পদ্ধতি অনুশীলন করে চলতে হয়। অনুশীলন ঠিক থাকলে তবে একসময় দীক্ষার জন্য অনুমোদন গ্রাহ্য করা হয়।

প্রশ্ন ২। আমি প্রায় কুড়ি বছর নদীয়া ধামে বাস করছি। অনেকে প্রশ্ন করে, আমার বাড়ি কোথায়, কোথা থেকে এসেছি, তখন বলি আমার বাড়ি এখানেই। কিন্তু উত্তরটা তাদের পছন্দ নয়। তারা বলে, আমার অরিজিনাল বাড়িটি কোথায়? আমি অবাক হই। এর উত্তর কি?

— অচ্যুত কৃষ্ণ দাস, নদীয়া

উত্তর ঃ পরিষ্কার উত্তর দিতে পারেন। আমার বর্তমান বাড়ি এই ধামে। কুড়ি বছর আগে ছিলাম অমুক স্থানে, সেখানে মাতৃজঠরে দশমাস এবং আঠারো-কুড়ি বছর মা-বাবার তত্ত্বাবধানে ছিলাম। মা-বাবা দেহত্যাগ করার পর আমি এই ধামে চলে আসি। এখন আমার জন্মস্থান ভিটাটিও জ্ঞাতি জনেরা দখল করে নিয়েছে। আমার নিজস্ব বলে কিছুই নেই। আমাকে এক জ্যোতিষী বলেছেন, পূর্ব জন্মে আমি কাক ছিলাম, উঁচু বটগাছের ওপরে বাস করতাম। ভাগ্যক্রমে ভক্তদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করার ফলে এই মনুষ্য জন্ম পেয়ে ধামে এসে ভক্তি অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু সেই জীবনের কোনও দলিলপত্র ঠিকানা নেই। তাই এই সংসারে কোন্‌টা যে আমার অরিজিনাল বাড়ি বুঝি না।

প্রশ্ন ৩। জড়ভরতকে ভদ্রকালীর কাছে বলি দিতে গেলে বিগ্রহ ফেটে মা কালী বেরিয়ে এসে তাঁর পূজকদেরই গলা কেটে দিয়েছিলেন। তাহলে বর্তমানে ম্লেচ্ছরা কালীবিগ্রহ নষ্ট করে দিচ্ছে, মা কালী তাদের কিছু করছেন না কেন?

— বাদল সামন্ত, পূর্বমেদিনীপুর

উত্তর ঃ বিগ্রহ যখন ঐশীশক্তি সম্পন্ন থাকে, তখন কেউ সেই বিগ্রহের ক্ষতি করতে পারে না। গৌরপার্ষদ অভিরাম ঠাকুর সেই ঘটনা দেখিয়েছিলেন। বিগ্রহ হাঁটতে পারে, কথা বলতে পারে, বালেশ্বরের সাক্ষীগোপাল তার সাক্ষী। বিগ্রহ ম্লেচ্ছদের আক্রমণে নিজেকে ফুলগুলোর মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। বৃন্দাবনের অদ্বৈত বটে মদনগোপাল তার প্রমাণ। বিগ্রহ তাঁর প্রিয় ভক্ত নরোত্তম ঠাকুর ছাড়া অন্য কারও কাছে যেতে চাইছিলেন না, ভগবানগোলায় গৌরাঙ্গ বিগ্রহ তার নিদর্শন। ঠিক তেমনই বিগ্রহ কোনও কিছু দোষ দেখে নিজের ধ্বংসলীলাও করে থাকেন। সেটি কারও প্রণামের ফলে হোক কিংবা ম্লেচ্ছদের আক্রমণে হোক।

প্রশ্ন ৪। বহু দিন ধরে ভক্তি লাইনে আছি। কিন্তু জড় কামনাবাসনা কখনই দূর হয় নি। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ বাংলায় একটি কথা আছে — 'ধর কাছি, ধরে আছি।' লাইনের মাঝখানে গাছের একটি বড় গুঁড়ি পড়ে আছে। তাকে কাছিতে বেঁধে সরাবার জন্য টান দিতে হবে। কিন্তু আপনি কাছি ধরেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। জড় কামনা বাসনা গুঁড়িকে ধরে থাকবেন? না কি সেটিকে ভক্তিলাইন থেকে সরাবেন? লাইনের উপর থেকে গুঁড়ি না সরালে গাড়ি চলতে পারে না। তেমনই ভক্তিলাইনে জড় কামনা বাসনা না সরালে ভক্তি জীবনের গন্তব্য স্থানে যাওয়া যাবে না, এই জড় সংসারে পরে থাকতে হবে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় জড় কামনা-বাসনা দূর হয়। কতদিন ধরে ভক্তি লাইনে আছেন সেটি নয়, কোন্‌ চেতনায় আছেন সেটিই বড় কথা। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যাকুলতা থাকলে লাইন-সাফাই উদ্দেশ্যে দৃঢ় চেতনা থাকবে।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

ভক্তরাও কি ক্লেশ ভোগ করে?

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

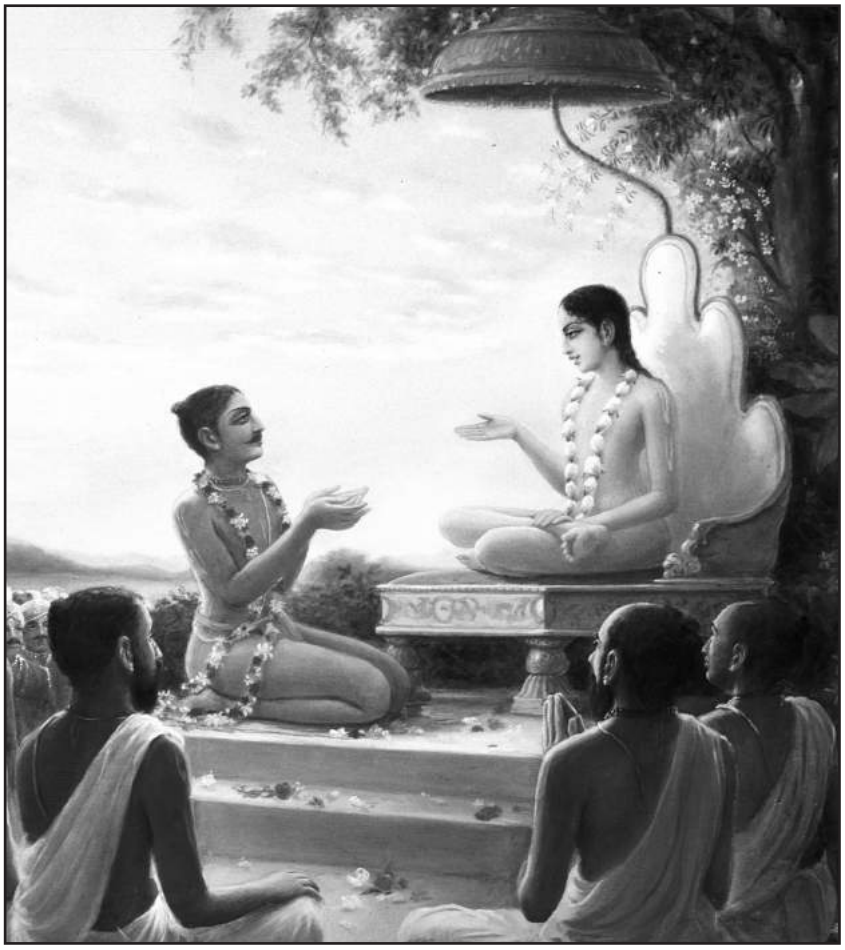

একজন চোর যখন চুরি করে সে জানে যে, ধরা পড়লে তাকে দন্ড পেতে হবে। যখন সে ধরা পড়ে এবং দন্ড প্রাপ্ত হয় তখন সে নিজের কাছে এবং ন্যায়ালয়ে বিচারকের কাছে অঙ্গীকার করে যে, সে আর কখনো চুরি করবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে সে কারাগার থেকে বাইরে আসে পুনরায় চুরি করা শুরু করে। একজন ছাত্র জানে যে, সে যদি অধ্যয়ন না করে সে পরীক্ষাতে অকৃতকার্য হবে। একজন কর্মচারী জানে যে, সে যদি আন্তরিকতার সাথে কর্ম না করে তাহলে তাকে বহিষ্কার করা হবে। আমরা বহুবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি যে, আমরা নিজেদেরকে এমন কোন কর্মে লিপ্ত করবো না যার প্রভাব নেতিবাচক। তথাপি আমরা তা করি এবং ক্লেশ ভোগ করি। আমরা আশ্চর্যান্বিত হতে পারি, তার কৃতকর্মের জন্য দন্ডপ্রাপ্তির পরও কেন সে পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে?

পরীক্ষিৎ মহারাজের অনুরূপ সংশয় থাকার ফলে তিনি শুকদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন করলেন, 'মানুষ জানে যে, পাপকর্ম করা তার পক্ষে অকল্যাণকর, কারণ সে দেখতে পায় যে, রাষ্ট্রের আইনে পাপী দন্ডিত হয়, সাধারণ মানুষেরা তাকে তিরস্কার, নিন্দা করে এবং শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সে জানতে পারে যে, পরবর্তী জীবনে নরকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ বার বার পাপ কর্মে লিপ্ত হয়, এমনকি প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও। অতএব, এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তের কি মূল্য আছে?' (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১।৯)

শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চেতনা কলুষিত এবং অনিয়ন্ত্রিত থাকে সে ততক্ষণ আমাদেরকে পাপকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য করবে। ভগবদ্গীতায় (২।৬৭) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'প্রতিকুল বায়ু নৌকাকে যেমন অস্থির করে, তেমনই সদা বিচরণকারী একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণেও মন অসংযত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকে হরণ করতে পারে।'

একজন আন্তরিক আধ্যাত্মিক মার্গ অনুশীলনকারী ভালভাবেই জানে যে, তার অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনই তার বৃহত্তম শত্রু এবং ক্লেশের কারণ, তাই সে সযত্নে তার ইন্দ্রিয়সমূহকে কোন কর্মে লিপ্ত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সমস্ত প্রকারের পাপাচার ত্যাগ করছি ততক্ষণ পর্যন্ত ক্লেশ ভোগ থেকে মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। এমনকি

আমরা যদি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের ন্যায় মন্ত্র ধ্যানও করি আবার অবৈধ কর্মে লিপ্তও থাকি এই ভেবে যে, এই মন্ত্র ধ্যান পাপাচার থেকে মুক্তি দেবে কিন্তু তা হবে না। ভগবানের দিব্যনাম জপের বলে পাপাচার, দশবিধ নাম অপরাধের মধ্যে এক অপরাধ, অনুরূপভাবে কোন কোন খ্রীষ্টানরা সমস্ত সপ্তাহব্যাপী পাপাচার করে সপ্তাহান্তে চার্চে যায় এই ভেবে যে, শুধুমাত্র সেখানে স্বীকারোক্তির দ্বারাই সপ্তাহব্যাপী কৃত পাপাচার থেকে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু এই প্রকারের প্রায়শ্চিত্ত পাপীদেরকে কোন রকম অব্যাহতি দেবে না।

একদা হৃদরোগে পীড়িত এক মদ্যপ, ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। ডাক্তার তাকে ঔষধ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন আপনি দুগ্ধ, ফলের রস ইত্যাদি সেবন করবেন কিন্তু কোনভাবেই মদ্যপান করবেন না। কিন্তু রোগী ডাক্তারের কাছে আবেদন করল যে, সে সমস্ত ঔষধ সঠিক সময়ে সেবন করবে, পর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ এবং ফলের রস সেবন করবে কিন্তু তাকে মদ্যপানের অনুমতি প্রদান করা হোক। তখন ডাক্তার বললেন, যদি আপনি মদ্যপান অবিরত রাখেন তাহলে ঔষধ কোন ক্রিয়া করবে না এবং আপনি ব্যাধিতে ভুগতে ভুগতে মৃত্যু প্রাপ্ত হবেন।

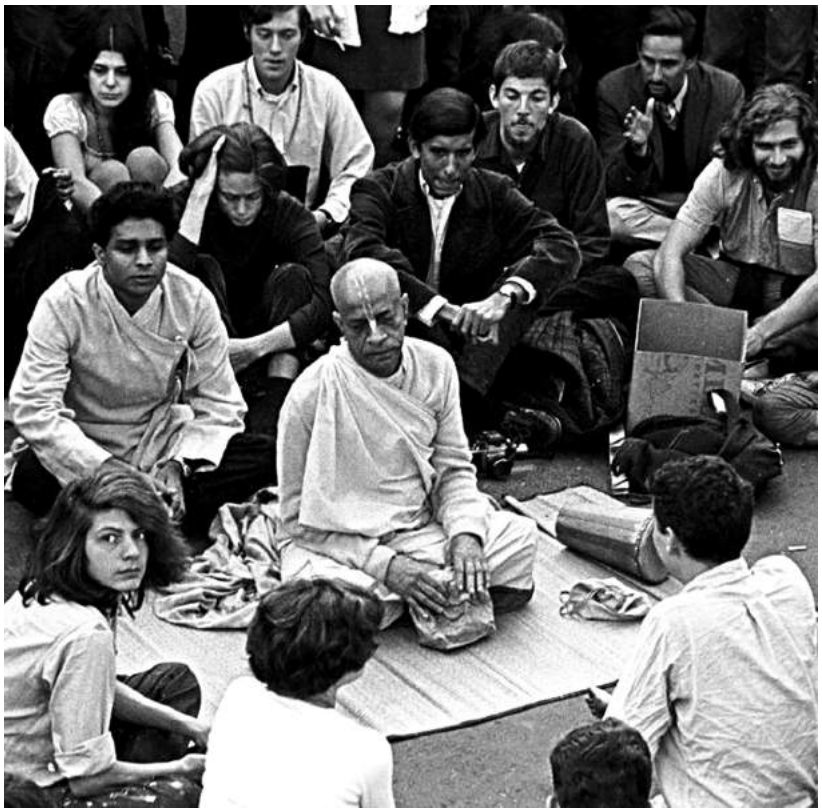

অনুরূপ ভাবে কোন ভক্ত যদি অপরাধ ক্রিয়াতে অবিরত থাকে তাহলে তার পারমার্থিক যাত্রাপথ কখনো সুগম হবে না।

সুতরাং একজন ভক্তের এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, সে তার মন এবং ইন্দ্রিয়ের খেয়ালখুশী মতো ইচ্ছার দ্বারা চালিত হবে না। যদি আমরা একটি স্বাস্থ্যপ্রদ দেহ চাই তাহলে আমাদেরকে স্বাস্থ্যবর্ধক খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদেরকে কখনোই কলুষিত পরিবেশে প্রকট করা চলবে না যাতে করে আমরা না রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। অনুরূপভাবে আমাদের একটি স্বাস্থ্যকর মন এবং ইন্দ্রিয় পেতে গেলে আমাদের চরম সতর্ক থাকতে হবে যে, আমরা মন এবং ইন্দ্রিয়কে কিরূপ খাদ্য প্রদান করছি। মন হচ্ছে একটি শোষক কাগজের ন্যায়, এর সংস্পর্শে কোন কিছু বা সব কিছু যাই আসে সে তা শোষণ করে নেয়। তাই বাহ্যিক পরিবেশে আমরা যখন আমাদেরকে প্রকট করি তখন আমাদের চরম সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

একজন ভক্তের এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, সে তার মন এবং ইন্দ্রিয়ের খেয়ালখুশী মতো ইচ্ছার দ্বারা চালিত হবে না। যদি আমরা একটি স্বাস্থ্যপ্রদ দেহ চাই তাহলে আমাদেরকে স্বাস্থ্যবর্ধক খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদেরকে কখনোই কলুষিত পরিবেশে প্রকট করা চলবে না যাতে করে আমরা না রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি।

আমাদের পরিবারের সদস্যগণ, অফিসে আমাদের সহকর্মীগণ, আমাদের বন্ধুবান্ধব যাদের সঙ্গে আমরা সময় অতিবাহিত করি, যে পুস্তক আমরা অধ্যয়ন করি, যে চলচিত্র আমরা দেখি, যে ওয়েবসাইট আমরা পর্যবেক্ষণ করি, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যে সময় অতিবাহিত করি এই সমস্ত বিষয়গুলির আমাদের জীবনের ওপর এক বিশেষ প্রভাব আছে। এগুলো আমাদের ইচ্ছাকে, আমাদের ব্যবহারকে এবং আমাদের চিন্তাধারাকে আকার দেয়।

যে মুহূর্তে আমরা নিজেদেরকে অসাধু পরিবেশে নিয়োজিত করবো সেই মুহূর্তে আমরা আমাদের মনের মধ্যে আসুরিক চিন্তার বীজ বপন করব। যদি আমরা এই রূপ পরিবেশে অবিরত থাকি তাহলে

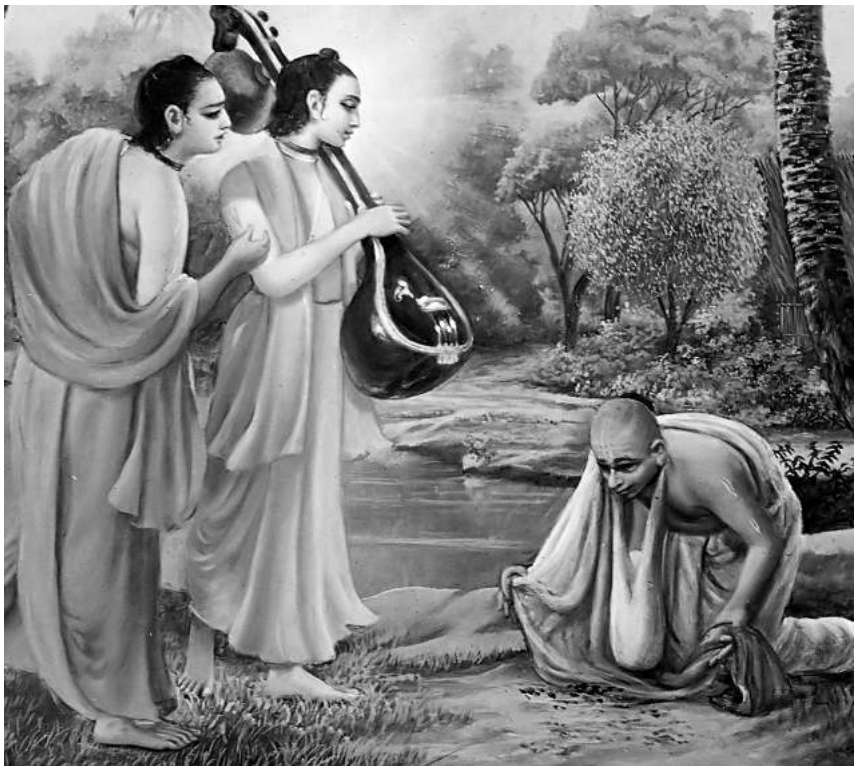

সেই বীজ একদিন ফলে রূপান্তরিত হবে এবং যখন আমরা আমাদের ভুল অনুধাবন করতে পারবো তখন দেখা যাবে যে, আমরা যে রূপ ভয়ঙ্কর আচরণ করতে শুরু করেছি তা একসময় হয়তো আমাদের ভাবনার অতীত ছিল।

কিন্তু অন্যদিকে আমরা যদি সদ্‌সঙ্গ করি বিশেষ করে সাধুসঙ্গ তখন তাদের উপস্থিতি আমাদের ইন্দ্রিয় সকলকে শুদ্ধ করবে এবং আমাদের চেতনাকে বিকশিত করবে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩০) কথিত আছে, 'জন্ম এবং মৃত্যুর এই জগতের মাঝে ক্ষণার্ধকালের জন্যও কোন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ করা গেলে, যে কোনও মানুষের জীবনেই তা পরম নিধি লাভ স্বরূপ আনন্দজনক হয়।'

উদাহরণ স্বরূপ, পাশ্চাত্য দেশের হিপীরা সমস্ত প্রকার ঘৃণ্য ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল কিন্তু যখন তারা শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভ করল তখন ক্রমশঃ তারা তাদের পাপকর্মময় জীবন ত্যাগ করতে লাগল। তারা প্রায় প্রত্যেকেই মাদক সেবন, মদ্যসেবন, আমিষ আহার গ্রহণ ইত্যাদিতে লিপ্ত ছিল। তারা যথেচ্ছ যৌনাচারে লিপ্ত ছিল। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের উপস্থিতি এবং শিক্ষা তাদের হৃদয়কে পরিবর্তিত করেছিল, তাদের বুদ্ধিমত্তাকে নিষ্কলুষ করেছিল এবং তাদেরকে এই দৃঢ়তা প্রদান করেছিল যার ব্যবহারে তা শুধু তাদের মন এবং ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণই করেনি তা কৃষ্ণভাবনামৃত অভ্যাসে ব্যবহারের জন্যও উৎসাহিত করেছিল। তারা ভোরবেলায় ৪.৩০ মিনিটে ঘুম থেকে উঠতে শুরু করে মঙ্গল আরতিতে যোগদানের জন্য, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ শুরু করে, দিনের অধিকাংশ সময় শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্‌গীতা এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, ভজন কীর্তন করে, শুধুমাত্র কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন করে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অন্যদের নিকট প্রচার শুরু করে। তাদের মধ্যে অনেকে সন্ন্যাসী হন এবং অন্যরা দায়িত্বশীল গৃহস্থে পরিণত হন।

মৃগারি, একজন নৃশংস শিকারী, যে প্রাণীদেরকে অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে রেখে তাদের মৃত্যুযন্ত্রণা দর্শন করে আনন্দ লাভ করত, সেও মহামুনি নারদের সঙ্গলাভ করার পর এত সতর্কভাবে হাঁটত যাতে করে একটি পিপীলিকাও তার পদপিষ্ট না হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীউপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকের তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করেন, 'যারা ভাগ্যবান তারা শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভ করে এবং তাঁর নির্দেশানুসারে কৃষ্ণভাবনামৃতের বিধিনিষেধগুলি অনুসরণ করার ফলে অষ্টাঙ্গযোগের মন সংযোগ ক্রিয়াদি অতি সহজেই অতিক্রম করেন। শুধুমাত্র কৃষ্ণানুশীলনের সাধারণ ও প্রাথমিক বিধি — অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ, আমিষ আহার, মাদক দ্রব্য গ্রহণ, জুয়া খেলা ইত্যাদি বর্জন করে সদ্‌গুরুর নির্দেশে ভগবৎ সেবা করার মাধ্যমে তারা অনায়াসেই সংযম করতে পারেন।'

তাই আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে নির্মল করতে অতি সক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম প্রয়াস করতে হবে এবং একই সঙ্গে সতর্কতামূলক পন্থাও অবলম্বন করতে হবে যাতে কোন কলুষ পুনরায় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে না পারে। একবার যদি আমাদের ইন্দ্রিয় এবং মন নিষ্কলুষ হয়ে যায় তা আমাদেরকে আর পাপাচারে লিপ্ত করতে বাধ্য করবে না। তখন আমরা আর কোন ক্লেশ ভোগ করব না এবং সর্বদাই কৃষ্ণের পরমানন্দ সেবায় মগ্ন এবং মুগ্ধ থাকব।

পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই. বি. এম.-এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত। তিনি ব্লগ লেখেন http:/krishnamagic.blogshot.co.uk/

মনোহরা ছানা

উপকরণ ঃ সুজি ৩০০ গ্রাম। খোয়া ক্ষীর ২৫০ গ্রাম। ছানা ২০০ গ্রাম। গুঁড়ো করা চিনি ৫০০ গ্রাম। বড় এলাচ ৫টি। কিসমিস ২৫ গ্রাম। কাজু কুচি ২৫ গ্রাম। বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ। নুন পরিমাণ মতো। ঘি ৪০০ গ্রাম।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ উনানে কড়াই চাপান। গরম হলে সুজি হালকা করে ভেজে নিয়ে জল দিন। এমনভাবে জল দিন যেন রুটি করার মতো ঠেসতে পারেন। সুজি নামিয়ে নিন। কড়াই ধুয়ে আবার উনানে বসান। কড়াইতে একটু ঘি দিয়ে কাজু ভেজে নিন। কিসমিস ভেজে নিন। তারপর কড়াইতে খোয়া ক্ষীর ও অর্ধেক পরিমাণ চিনি দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে হালকা আঁচে তার সাথে কাজু ও কিসমিস মিশিয়ে নামিয়ে রাখুন। পুর তৈরি হলো।

ছানার জল ভালো করে ঝরিয়ে দিন। তারপর বড় এলাচের দানা ও বেকিং পাউডার দিয়ে ছানা হাত দিয়ে চটকিয়ে নিন। সেদ্ধ সুজির সঙ্গে এই ছানা ভালো করে মাখিয়ে ঠেসে নিয়ে মাঝারি সাইজের লেচি গড়ে নিন।

বাকী চিনি দিয়ে রস তৈরী করে রাখুন। এবার কড়াই উনানে বসিয়ে ঘি গরম করুন। লেচিগুলোকে বাটির মতো বানিয়ে তাতে ক্ষীরের পুর দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিন এবং হাতে চ্যাপটা করে গরম ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে ভেজে তুলে নিন। তারপর সেগুলি চিনির রসে মধ্যে ফেলে তুলে নিন।

এই মনোহরা ছানা শ্রীশ্রীগৌরনিতাইকে ভোগ নিবেদন করুন।

—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষ

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

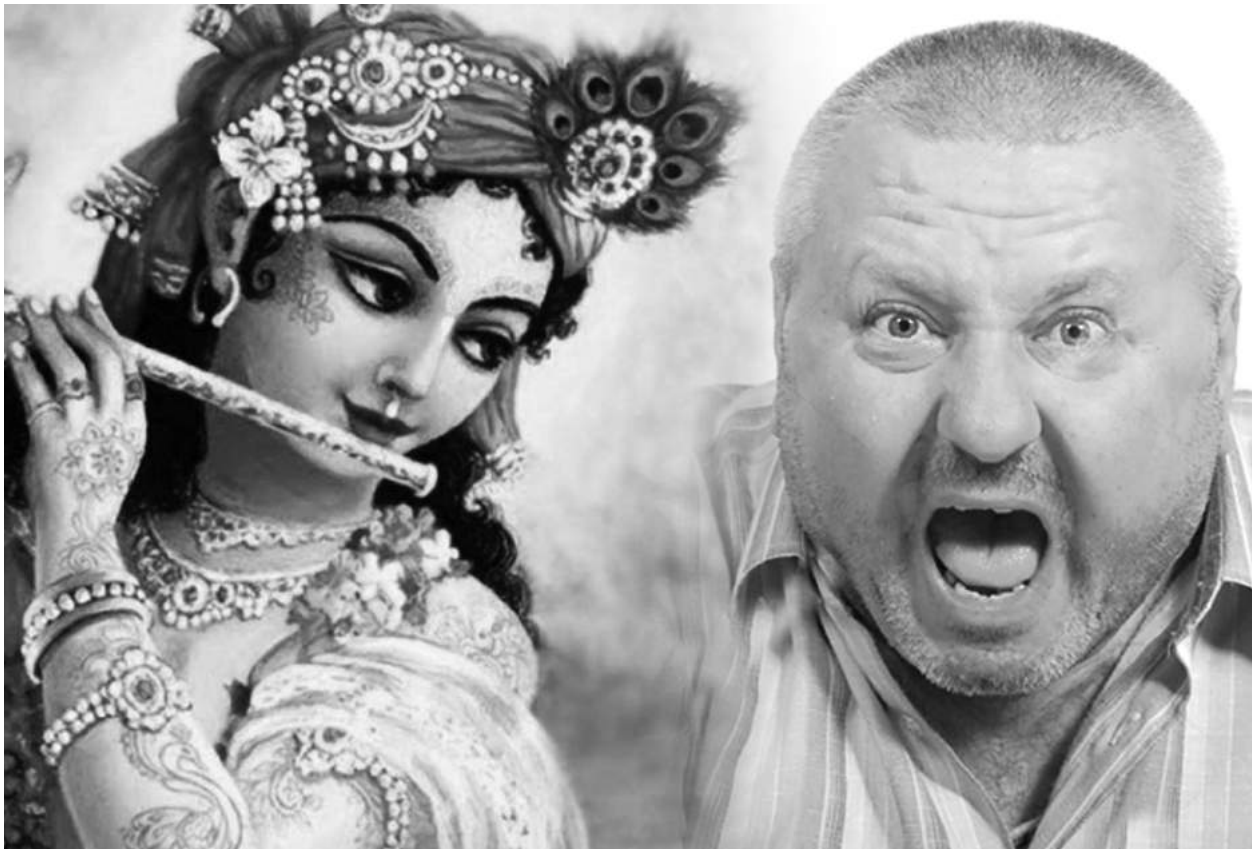

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।। (১৬। ১৯)

সেই বিদ্বেষী, ক্রূর ও নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে অবিরত নিক্ষেপ করি।

ভগবদ্গীতার বিভিন্ন শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সব শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী অসুরদের কথা উল্লেখ করেছেন। গীতার ১৮। ৬৭ শ্লোকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, যারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন, তাদেরকে কখনো এই গোপনীয় জ্ঞান বলা উচিত নয়। গীতার ১৮। ৭১ শ্লোকে ভগবান বলেন যে, শ্রদ্ধাবান ও বিদ্বেষ রহিত মানুষেরাই গীতা শ্রবণ করে পাপমুক্ত হয়ে পুণ্য কর্মকারীদের শুভ লোকসমূহ লাভ করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবদ্গীতা দান করেছেন, কংস বা শিশুপালকে নয়। তার প্রধান কারণ হলো অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, সখা এবং বিদ্বেষ শূণ্য (অন্বসূয়বে)। অপর পক্ষে কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রমুখ অসুরেরা সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী।

এই অসুরদের আসুরিক পরম্পরা আজও চলছে। ভোজপতি কংসের পরম্পরা এখন সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন পুরাণে, বিশেষ করে ভবিষ্যপুরাণে এই ভোজ বংশের উল্লেখ আছে (৩য় পর্ব, ৩য় খন্ড, শ্লোক ৫-২৭)। ভোজ কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো ভোগবিলাস। ভোজপতি কংস যেমন তার ভোগবিলাসকে সুনিশ্চিত করতে শিশু হত্যার মতো জঘন্য পাপকর্ম করতেও বিরত হননি, ভোজ বংশের পরম্পরাতে এরকম পাপাচারী অসুরদের বর্ণনা শাস্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে।

বর্তমান যুগে সমগ্র বিশ্বজুড়ে এই সমস্ত কৃষ্ণবিদ্বেষীদের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণবিদ্বেষীরা মনে করে

ভগবানের কোনও আকার নেই। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যদিও ভগবানের কোনও জড় আকার নেই, কিন্তু তাঁর সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ বা রূপ রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবচেয়ে সুন্দর। তাঁর রূপের কোনও অভাব নেই। তিনি হচ্ছেন অনন্তরূপম্।

কৃষ্ণবিদ্বেষীরা মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পরস্ত্রীর সঙ্গে নৃত্য করেছেন বা নারীদের বস্ত্র হরণ করেছেন। কিন্তু এই জগতে সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরস্ত্রী শব্দটিই অর্থহীন। তিনি যখন মাখন চুরি করেন, সেই মাখনও তাঁর নিজেরই সম্পদ। সব কিছুই ভগবানের বিস্তার, তাঁর শক্তি বা শক্তির বিস্তার, তাঁর অংশ বা অংশের অংশ। অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা ভেদে তাঁর শক্তি প্রধানতঃ দুই প্রকার। জীব সকল হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ, তাঁর সৃষ্টি পূর্ণ। এক পূর্ণ থেকে অসংখ্য পূর্ণের প্রকাশ হলেও, পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্ এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি স অর্জুন।। (গীতা ৪। ৯)

শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষীরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষের মতো জন্মায় এবং সাধারণ মানুষের মতোই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু গীতার ৪। ৯ শ্লোকে ভগবান বলছেন যে, তাঁর জন্ম কোনও সাধারণ জন্ম নয়। তিনি চতুর্ভুজ রূপে দেবকীমাতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দেবকী-বসুদেবের অনুরোধে

শিশু কৃষ্ণের রূপ গ্রহণ করেছিলেন। ভগবানের কাছে কি অসম্ভব? কিন্তু কৃষ্ণবিদ্বেষীরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষের মতোই জন্মগ্রহণ করেছেন।

ভগবানের কর্ম সকলও দিব্য। ভগবান যখন শিশুরূপে লীলা করছিলেন, তখনই তিনি অসংখ্য অসুরদের বধ করেছিলেন। তিনি তাঁর বাঁ হাতের কনিষ্ঠ আঙুলে সাত দিন, সাত রাত ধরে গোবর্ধন পর্বতকে ধারন করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষীরা শ্রীকৃষ্ণের মতো গোবর্ধন পর্বত তুলতে অক্ষম, কিন্তু কৃষ্ণের মতো বহু পত্নী গ্রহণে আগ্রহী। কৃষ্ণবিদ্বেষীরা মানতে চায় না যে, ভগবান ১৬,১০৮ জন রাজকন্যাকে বিবাহ করে প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথক পৃথক শ্রীকৃষ্ণ রূপ বিস্তার করে একই সঙ্গে ১৬,১০৮ জন শ্রীকৃষ্ণ রূপে লীলা বিলাস করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য এবং দিব্য ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণবিদ্বেষীরা তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত কৃষ্ণবিদ্বেষীদের অজস্র অসুরজন্ম প্রদান করেন। এই সমস্ত পশুঘ্ন ব্যক্তিরা কোনও দিনও কৃষ্ণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

একাদশ অধ্যায়

দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বললেন, 'কিভাবে আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছি।' সেই কথা জানার পর অর্জুনের মনে প্রশ্ন জাগল কিভাবে তিনি সর্বব্যাপ্ত হয়ে আছেন তা নিজের চোখে দেখতে চাই। দ্বিতীয়ত — পরবর্তীতে কেউ যদি নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে বা ভগবান বলে মনে করে প্রচার করে— তা হলে তাকে অবশ্যই বিশ্বরূপ দেখাতে হবে। তৃতীয়ত — ভগবানের অদ্ভুত কার্যকলাপ দেখে বা শক্তির কার্যকলাপ দেখে মানুষ সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। এই রকম অনেক কারণকে কেন্দ্র করেই অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করতে চাইলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও ইচ্ছা ছিল ভক্তের আশা পূর্ণ করার। তাই গীতায় ১১। ৫-৭ নং শ্লোকে চারবার 'পশ্য' কথাটি উল্লেখ করেছেন। এই অধ্যায়ের বিভাজন —

১নং-৪নং — অর্জুনের অনুরোধ (বিশ্বরূপ দেখার জন্য)।
৫নং-৮নং — ভগবান বিশ্বরূপ সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন।
৯নং-৩১নং — অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন প্রসঙ্গে সঞ্জয় বর্ণনা করছেন।
৩২নং-৩৪নং — ভগবান যে সবকিছুর নিমিত্ত কারণ জানালেন।
৩৫নং-৪৬নং — অর্জুনের প্রার্থনা।
৪৭নং-৫৫নং — একমাত্র অনন্য ভক্তগণই ভগবানের দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ দর্শন করতে সক্ষম।

১নং শ্লোকে অর্জুনের মোহ দূর হয়েছে স্বীকার করলেন। কিভাবে মোহ দূর করা যায়? ভগবানের কথা মন দিয়ে শ্রবণ করলে। অর্জুনের মনে যে ধারণা ছিল শ্রীকৃষ্ণ আমার বন্ধু এবং আমারই মতো একজন সাধারণ মানুষ, কথা শ্রবণ করে

সেই মোহ দূর হয়ে এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন — তিনি হলেন সমস্ত কিছুর পরম উৎস।

২নং — পদ্মপলাশলোচন যার আঁখি পদ্ম ফুলের পাপড়ির মতো সুন্দর। অর্জুন ৭। ৬ নং শ্লোককে কেন্দ্র করে এই শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন এবং দশম অধ্যায়ের গুণাগুণ শ্রবণ করে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ভগবানকে 'পদ্মপলাশলোচন' বলে সম্বোধন করলেন।

৩নং — অর্জুন বিশ্বরূপ দেখতে অভিলাষ করেছেন।

৪নং — শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির কাছ হতে কিছু চাওয়ার যোগ্যতা এই শ্লোকে প্রকাশ পাচ্ছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন অসীম যখন কৃপা করে নিজেকে প্রকাশ করেন তখনই কেবল অসীমের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়।

৫নং-৭নং — ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাও ছিল তাঁর ভক্ত অর্জুনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে তাই 'পশ্য' 'দেখ' — এই কথাটি চার বার বলেছেন। দশম অধ্যায়কে বলা হয় রেডিওর খবর আর একাদশ অধ্যায়কে বলা হয় টি.ভি.র খবর। দশম অধ্যায়ে যা বলেছেন — একাদশ অধ্যায়ে তা দেখাচ্ছেন।

ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে আমরা দিব্য জীবন লাভ করতে পারি ও পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তা প্রদর্শন করা এবং কিভাবে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া।

৮নং — 'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্' আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করছি — তুমি আমার অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য দর্শন কর।

'দিব্যচক্ষু' মানে দেবতাদের চক্ষু প্রদান করলেন। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে — আগে অর্জুনের কোন্ চক্ষু ছিল? অর্জুনের চক্ষু ছিল চিন্ময় আর ভগবানের শরীর ছিল পূর্ণ — সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। ভগবানের আংশিক প্রকাশ ছিল এই বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপ হচ্ছে ভগবানের জড় রূপ — তাই অর্জুনকে ভগবান দান করলেন— দেবতাদের চক্ষু বা দিব্যচক্ষু যা জড় রূপ দেখতে সক্ষম হবে। কারণ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ আগে ছিলেন ধর্ম ও তাঁর পত্নী মূর্তির দুই সন্তান — 'নর ও নারায়ণ ঋষি'। দুইজনেই বদ্রীনাথে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন — 'নারায়ণ' তপস্যায় সিদ্ধিলাভ না করে ফিরে এলেন আর 'নর' তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে ফিরে এলেন। তাই নারায়ণ বললেন 'মা (মূর্তি) দ্বাপরে আমি হব শ্রীকৃষ্ণ আর 'নর' হবে 'অর্জুন' আমি তার রথের সারথী হবো।' সেই

কারণে অর্জুনের চক্ষু ছিল চিন্ময়। অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য মানে এর আগে কখনও এই রূপ দর্শন করাননি।

৯নং-১৪নং — সঞ্জয় বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন। অর্জুন যা দর্শন করেছিলেন তা অবর্ণনীয়, একই রথের উপর উপবিষ্ট হয়ে দর্শন করছিলেন হাজার হাজার গ্রহলোক শ্রীকৃষ্ণের শরীরে অবস্থান করছে — তাই অর্জুন ভগবানকে করজোড়ে প্রণাম করছেন।

১৫নং-১৮নং — অর্জুন দেখছেন, ঊর্ধ্বলোক ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে নিম্নলোক অনন্ত শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত দর্শন করছেন বিভিন্ন রূপে ভগবানের শরীরে তাই অর্জুন অভিমত প্রকাশ করলেন, 'তুমি অব্যয়, সনাতন ধর্মের রক্ষক এবং সনাতন পরম পুরুষ।'

১৯নং-২৫নং — অর্জুনই ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেননি, অন্যান্য গ্রহলোকের অধিবাসীরাও ভগবানের সেই রূপ দর্শন করেছেন। কিন্তু অন্যান্য গ্রহলোকের অধিবাসীরা ভয় পাচ্ছেন না, অর্জুন ভয় পাচ্ছেন, কারণ শ্রীপাদ জননিবাস প্রভু বলছেন, ভগবান অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দান করেছিলেন কিন্তু মন দান করেননি।

তাই অর্জুন ভগবানকে 'হে দেবেশ' 'হে জননিবাস' বলে সম্বোধন করে বলছেন, আমি শান্তি পাচ্ছি না।

২৬নং-৩০নং — অর্জুন দেখছেন, ভগবানের জলন্ত মুখবিবরে কিভাবে দুই পক্ষের রথী ও মহারথীরা প্রবেশ করছেন। তিনি এও দেখলেন পিতামহ ভীষ্ম, গুরুদেব দ্রোণাচার্য ও কর্ণ কিভাবে প্রবেশ করছে। তিন জনের নাম কেন বললেন — এর উত্তর হচ্ছে পিতামহ ও গুরুদেবের প্রতি অর্জুনের আসক্তি ছিল এবং কর্ণ হচ্ছে তাঁর প্রধান বিপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী।

৩১নং — উগ্রমূর্তি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে জানতে চাইছেন অর্জুন। শ্রীভগবান তার উত্তর দিচ্ছেন।

৩২ নং — শ্লোকে তোমরা (পাণ্ডবরা) ছাড়া উভয় পক্ষীয় যোদ্ধারাই নিহত হবে।

৩৩নং — শ্রীকৃষ্ণ বললেন, নিমিত্ত মাত্র হয়ে যুদ্ধ কর এবং যশ লাভ কর। ইতিমধ্যেই আমি তাদের নিহত করে রেখেছি।

৩৪নং — ভগবান অর্জুনকে বোঝাতে চাইলেন, যারা আমার দ্বারা ইতিপূর্বেই নিহত হয়ে আছে তাদের তুমি হত্যা কর — বলে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করলেন যাতে অর্জুন তাদের হত্যা করতে কোন দ্বিধাগ্রস্ত না হন।

৩৫নং — শ্রীকৃষ্ণের বাণী শ্রবণ করে গদ্‌গদ বাক্যে অর্জুন বললেন। ৩৬নং শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা করেন তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন অর্জুন তা স্বীকার করেছেন। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন — আমরা কেন তা বুঝতে পারি না। এর একটি কাহিনী বলবো, আগে এক রাজা তার মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে গেছেন সেখানে কাঁটা লেগে পায়ের আঙ্গুল কেটে গেছে। মন্ত্রী বললেন, ভগবান আপনার মঙ্গলই করেছেন। শ্রবণ করা মাত্রই রাজা রেগে তাঁর সিপাইদের বললেন মন্ত্রীকে বন্দী করে রাজ্যে নিয়ে যাও। সেই সময় রাজা একা জঙ্গলে ভ্রমণ করছেন — হঠাৎ মা ভৈরবীর ডাকাত দলরা ধরে নিয়ে মায়ের কাছে বলী চড়াবে — কিন্তু সেই সময় রাজার পায়ের দিকে তাকিয়ে — নিখুঁত নয় দেখে ছেড়ে দিলেন। রাজা কোন মতে রাজ্যে ফিরে এসে মন্ত্রীকে সব খুলে বললেন। মন্ত্রী বললেন রাজন্ — আমাকে বন্দী না করলে শেষে আমাকেই নিখুঁত দেখে বলী দিত। তখন রাজা মন্ত্রীর কথাগুলি বিচার করে দেখলেন ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ভগবানের কথা ও গীতার বাণী গুলি পড়ার পর বিচার করতে হবে। তবেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব।

৩৭নং — ব্রহ্মাও ভগবানকে প্রণাম করেন কারণ ৩৮নং ভগবান হচ্ছেন আদিদেব, পুরাণ পুরুষ এই বিশ্বের পরম আশ্রয়।

৩৯নং-৪৪নং — অর্জুন ভগবানকে তাঁর পূর্ব কার্যকলাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এবং প্রণাম নিবেদন করছেন — বারংবার তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী উল্লেখ করে।

৪৫নং-৪৬নং — অর্জুন ভগবানের চতুর্ভূজ রূপ দেখতে চাইছেন কেন? এর উত্তর দিচ্ছেন শ্রীপাদ জননিবাস প্রভু, ভগবানের বিশ্বরূপ হচ্ছে ভগবানের আংশিক প্রকাশ; তাই তার উর্ধ্বরূপ হচ্ছে — চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ — নারায়ণ রূপের ঊর্ধ্বে দ্বিভূজ শ্যামসুন্দর রূপ।

৪৭নং-৪৮নং — শ্রীভগবান বললেন, হে অর্জুন, আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমার যে জড় রূপ বিশ্বরূপ দর্শন করলে বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান পুণ্যকর্ম ও কঠোর তপস্যার দ্বারা কেউ দেখতে সমর্থ হবে না — তুমি ছাড়া।

৪৯নং — অতএব ভয় পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই আমার চতুর্ভূজ রূপ দর্শন কর।

৫০নং — সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, ভগবান প্রথমে চতুর্ভূজরূপ ধারণ করে পরে দ্বিভুজ সৌম্য মূর্তি রূপ অর্জুনকে দর্শন করালেন।

৫১নং — অর্জুন বললেন, হে জনার্দন! তোমার সৌম্য মনুষ্য রূপ দর্শন করে এখন আমার চিত্ত স্থির হলো এবং আমি প্রকৃতিস্থ হলাম। সৌম্য মানে খুব সুন্দর।

৫২নং-৫৩নং — ভগবান বললেন, তুমি যে রূপ আমার দর্শন করেছো তা অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন। দেবতারাও এইরূপ দেখার আকাঙ্ক্ষী, এমনকি বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও পূজার দ্বারা কেউই দর্শন করতে সমর্থ নয়।

৫৪নং — হে পরন্তপ! কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারাই আমাকে তত্ত্বত জানতে, প্রত্যক্ষ করতে এবং আমার চিন্ময়ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ হবে।

৫৫নং — হে অর্জুন! যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, আমার প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ, আমার ভক্ত, জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রুভাব রহিত, তিনিই আমাকে লাভ করেন। এই শ্লোকটি গীতার নির্যাস। ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে আমরা দিব্য জীবন লাভ করতে পারি ও পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তা প্রদর্শন করা এবং কিভাবে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া।

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের চরণ কমলে আশ্রিত হয়ে প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। ২০১৭ সালে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

ডুবন্ত মানুষ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক গল্প হতে সংগৃহীত

বাঁচাও ! বাঁচাও ! বাঁচাও ! আমি ডুবে যাচ্ছে ! কে আছ আমাকে বাঁচাও।

ওহ, না ! এ মার্ভিন ! কে আছ একে সাহায্য কর ! অনুগ্রহ করে সাহায্য কর, আমার স্বামী ডুবে যাচ্ছে !

মহাশয়া চিন্তিত হবেন না, আমি দুঃস্থ ব্যক্তিটিকে রক্ষা করব। আমি একজন সমাজ সেবক ! লোকের সেবা করা আমার কাজ। লোকেরা যখন ক্ষুধার্ত থাকে আমার কাছে আসে ! যখন তাদের জামার প্রয়োজন হয় তখন তারা আমার কাছে আসে ! যদি মহানাগরিক তাদেরকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় তাহলে তারা আমার কাছেই আসে যদি তাদের কিছু প্রয়োজন ...

তখন ঐ সমাজ সেবকটি তার কোর্ট, টাই, জুতা ইত্যাদি খুলে রেখে জলে ঝাঁপ দিল।

সে সাঁতার কেটে ডুবন্ত লোকটির কাছে পৌঁছল এবং তাকে ধরে পাড়ের দিকে টানতে লাগল।

ডুবন্ত ব্যক্তিটি সংগ্রাম করতে থাকায় সবাজসেবী তাকে দমনের জন্য এক মুষ্টাঘাত করল।

সেই কারণে ডুবন্ত মানুষটি তার কোট থেকে পিছলে জলে চলে গেল এবং সমাজসেবী ডুবন্ত মানুষটির কোট নিয়ে সাঁতার কেটে পাড়ে ফিরে এলো। পাড়ে ফিরে আসার পর সমাজসেবী চিৎকার করল ...

মহাশয়া সবই ঠিক আছে। আমি আপনাকে বলেছিলাম না আমি তাকে রক্ষা করব। সে এখানে। আমি আপনাকে বলেছিলাম, বলেছিলাম যে, আমি তাকে রক্ষা করব।

মার্ভিন ? আ আ আ আ ... !!! তুমি মূর্খ ! তুমি মার্ভিনকে রক্ষা করতে পারনি ! তুমি শুধুমাত্র তার কোটকে রক্ষা করেছ।

তাৎপর্য ঃ যখন একজন সমাজসেবী এক ব্যক্তির জড় সমস্যা (অথবা তার কোট রক্ষা) উপশম করতে পারে সে প্রকৃত ব্যক্তিটি যে দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে (আত্মা) তাকে সাহায্য করতে পারে না। একমাত্র আধ্যাত্মিক পদ্ধতির দ্বারাই তা সম্ভব। আর তখনই আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে এবং অপরের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে দেখতে পাই। এই যুগে আধ্যাত্মিক অনুভূতির সহজতম এবং গ্রহণযোগ্য পন্থা হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ —

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

নিউ গোবর্ধন প্রসাদ বুথে TOVP'র ভাব ব্যবহার করা হলো

সুনন্দ দাস ঃ অষ্ট্রেলিয়ার মুর উইলয়াম্বা নিউগোবর্ধন ইসকন সম্প্রদায় বিভিন্ন বহির্বিভাগ সেবা কার্যকলাপের জন্য বিখ্যাত, বিশেষতঃ সারা বৎসরব্যাপী প্রসাদ প্রস্তুত এবং তা বিতরণের জন্য।

২০১৯ সালের অষ্ট্রেলিয়ার সর্ববৃহৎ উৎসব গ্রাস ২০১৯ মিউজিক ফেষ্টিভ্যালে প্রসাদম বিতরণ ম্যানেজ মোট দল বায়রণ বে তে TOVP মন্দিরের আদলে এক প্যান্ডেল নির্মাণ করেছিলেন যা হাজার হাজার উৎসবমুখী মানুষদেরকে TOVP'র সৌন্দর্যময় প্যান্ডেল এবং অনন্য সুন্দর প্রসাদ বিতরণের জন্য আকৃষ্ট করেছিল।

এই চারদিনব্যাপী সঙ্গীত-কলা উৎসব চল্লিশ হাজারেরও বেশী মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল এবং প্রসাদ বিতরণও বিপুল সাফল্য অর্জন করেছিল।

অ্যা লিগাসি বিগিনস্ ঃ নতুন ফটোবুক স্মরণিকা যা যুক্তরাজ্য ইসকন প্রতিষ্ঠার ৫০ বর্ষপূর্তিতে প্রকাশিত হলো

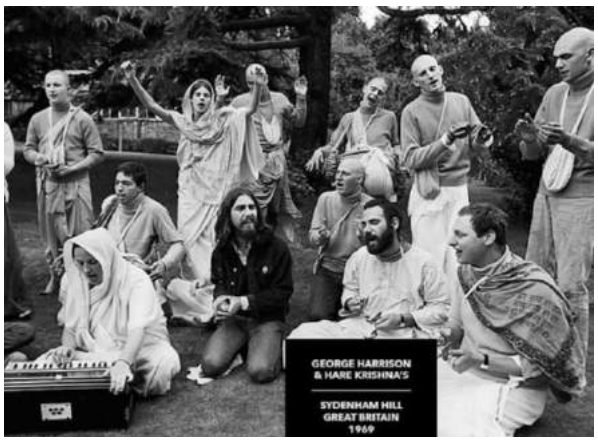

ইসকন নিউজ ঃ যুক্তরাজ্য ইসকন প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর স্মরণ রাখতে একটি ফটো বুক প্রকাশ করা হলো।

শিরোনাম, অ্যা লিগাসি বিগিনস্ — অপূর্বভাবে সমৃদ্ধ ফটো বুক বিরল এবং আসল চিত্র যা গুরুদাসের ব্যক্তিগত আর্কাইভ থেকে নেওয়া যেখানে ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত যখন সাতজন পথপ্রদর্শক প্রথমে লন্ডনে আসেন, ভক্তদের মিটিং দ্যা বিটলস্ এর সেই দুর্লভ চিত্র, শ্রীল প্রভুপাদের লন্ডন আগমন, শ্রীশ্রীরাধালন্ডনেশ্বর মন্দিরের স্থাপন এবং নগরে প্রথম রথযাত্রা উদযাপন ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিল।

বইটি রচনা এবং প্রকাশনা করেন অনন্তাচার্য দাস এবং যুক্তরাজ্য কমিউনিকেশনের নির্দেশক মিনা শর্মা যারা উভয়েই যুক্তরাজ্য ইসকনের ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন দলে সেবা রত। প্রথম স্বল্প কয়েকটি মুদ্রিত কপি রথযাত্রাতে বিক্রি হয়ে যায়।

এই বইটিকে প্রকাশ করা হয়েছে সেই সাতজন পথপ্রদর্শক ভক্তের প্রয়াসকে সম্মানিত করার জন্য যারা ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনে এসেছিলেন এবং তাদের সমস্ত প্রয়াস দিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশাবলীকে সার্থক করেছিলেন। তারা সানফ্রান্সিসকো থেকে লন্ডনে এসেছিলেন লন্ডনে প্রথম রাধাকৃষ্ণ মন্দির স্থাপন এবং দ্যা বিটলস্-এর সঙ্গে সাক্ষাতের স্বপ্ন নিয়ে। এই গল্প যুক্তরাজ্যে তাদের যাত্রাকে স্থায়ী এবং মহাকাব্য রূপে নথিভুক্ত করে বিশেষতঃ তারা মাত্র এক বছরের মধ্যে প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে শুধুমাত্র ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর, ফল স্বরূপ ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনে প্রথম রাধাকৃষ্ণ মন্দির স্থাপিত হয়।

শিশুদের ভাগবত অনুষ্ঠান তাদেরকে অমল পুরাণের স্বাদ প্রদান করল

মাধব দাস ঃ সাধারণ গৃহ অনুষ্ঠান হিসাবে শুরু করে শ্রীমদ্ভাগবতকে এক শিশু শিক্ষা উপযোগী অনুষ্ঠানে বিন্যাস করা হয়েছিল যা অতি শীঘ্রই জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে প্রদর্শিত হবে। উৎস সমুহ ইতিমধ্যেই

অংশীদার সকলের সঙ্গে lightogodhead.com ওয়েব সাইট এবং হোয়াটস্ অ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে সর্বত্র বিনিময় করা হয়েছে। পরিশেষে পূর্ণ পাঠ্যক্রম বই আকারে প্রকাশিত হবে।

এর বীজ বপন হয় ২০১০ সালে, যখন শ্যামলা দাসী এবং তাঁর স্বামী মাধব গৌরাঙ্গ দাস ইসকন হিউসটনের রাধাকৃষ্ণ দাসের ভক্তি বৈভব শিক্ষা ক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন শুরু করেন।

এর গভীর অধ্যয়ন শ্যামলা দাসীকে এই 'অমল পুরাণ'র গূঢ় অর্থ গভীর সুখ ও পরম শান্তি প্রদান করেছিল এবং তাই তিনি যখন ২০১৩ সালে নৃসিংহ কৃষ্ণ ও মহারথী নামে দুই যমজ পুত্রের জন্ম দেন তিনি এই গভীর জ্ঞান তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন।

তিনি বলেন, 'আমি তাদের বাল্য অবস্থাতেই এই শ্রীমদ্ভাগবতের অনন্য স্বাদ তাদেরকে দিতে চাই যা পরবর্তী কালে তাদের সারাজীবন মনে থাকবে।'

২০১৮ সালের জুন মাসে তার সন্তানরা পাঁচ বৎসর বয়স পূর্ণ করে, শ্যামলা তখন তাদের বন্ধু-বান্ধব এবং সমবয়সী সহপাঠীদেরকে তাদের সিয়াটেলের বাসভবনে আমন্ত্রণ করেন সখ্যতাপূর্ণ পরিবেশে ভাগবতম শিক্ষা প্রদানের জন্য।

আজ তার শিক্ষাগুরু রাধাকৃষ্ণ দাসের আশির্বাদে তিনি প্রত্যেক শনিবার অপরাহ্নে পাঁচ থেকে সাত বৎসর বয়সী শিশুদের এক ঘন্টার এক ক্লাস দেন।

এর মধ্যে মনকে প্রভাবিত করার বিষয় একটাই যে, শ্যামলা শুধুমাত্র গল্পই বলেন না — তিনি শিশুদেরকে সমগ্র ভাগবত ধারাবাহিক ভাবে পড়ান কিন্তু এমন ভাবে যাতে করে তারা তা অনুধাবন করতে পারে।

শিশুরা তার দিকে মুখ করে বসে এবং সেখানে এক বৃহৎ দূরদর্শন পর্দা আছে যেখানে চলতি অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ চিত্রসহযোগে দৃশ্যমান। এই চিত্র সমূহ তাদেরকে বিষয়টি অনুধাবন করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

ইসকন ভারত বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপন, নদী সংস্কার করল

ইসকন নিউজ ঃ ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস — ইসকন ভারত প্রথমবার দেশব্যাপী সুফলের জন্য ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের (UNEP) সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল।

ইসকন ভারত সম্প্রদায় নির্দেশক যুধিষ্ঠির গোবিন্দ দাস বলেন, 'UNEP-এর ভারতীয় দপ্তর আধ্যাত্মিক সংগঠনের প্রভাবের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।'

কমপক্ষে ৪২টি ইসকনের বিভিন্ন কেন্দ্র এই কার্যে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসে, বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য, বায়ুদূষণকে নিবারণ করার জন্য ইসকন সমগ্র দেশব্যাপী বৃক্ষরোপন প্রক্রিয়া সম্পাদন করে।

ব্রহ্মচারী ভক্তগণ, প্রচারক সদস্যগণ এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা ভারতবর্ষের ৪২টি নগর এবং শহরে ৪৮০০ বৃক্ষরোপন করেন।

যুধিষ্ঠির গোবিন্দ বলেন, 'কোন কোন মন্দির তাদের নিজস্ব চত্বরে বৃক্ষরোপন করে।' যেখানে তাদের নিজস্ব জায়গা নেই সেখানে তারা রাস্তার পাশে, সন্নিকটস্থ বাগানে এমন কি হাইওয়ের পাশেও বৃক্ষরোপন করে।

উৎসাহের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, অনেক ভক্ত বেদে বর্ণিত আছে এমন বহু পবিত্র বৃক্ষ রোপন করেন যার অনেক গুরুত্ব বর্তমান। যেমন পিপুল, বট, অশোক, অশ্বত্থ ইত্যাদি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন, 'সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ।'

বৃজধাম দর্শন

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

বিশ্রাম ঘাট

মানসরোবর—বেলবনের পাঁচ কিলোমিটার পূর্বদিকে মানসরোবর। কোন এক পূর্ণিমা রাত্রে রাসনৃত্য কালে গোপিকারা মনে করতে লাগলেন কৃষ্ণ কেবল আমার সাথে নাচছে। অতএব আমিই কৃষ্ণের মন ধরে রাখতে পেরেছি। প্রত্যেকের নিজ নিজ এই ভাব উপলব্ধি করে রাসলীলা ত্যাগ করে কৃষ্ণ অদৃশ্য হন। রাধারাণীর সঙ্গে কৃষ্ণ চলে যান। গোপিকারা সবাই দুঃখিত হলেন। নন্দনন্দন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আমাদের রাধারাণী কোথায়? রাধাই একমাত্র গোবিন্দের উপযুক্ত তাই তাঁকে নিয়ে চলে গেছে। আমরা কৃষ্ণের উপযুক্ত নই। নিজ নিজ দোষ বুঝতে পেরে তাঁরা কাঁদতে লাগলেন। অনেকেই রাধা ও কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। রাধারাণী মনে করেছিলেন, আমিই হচ্ছি রাসেশ্বরী, কৃষ্ণের প্রিয়তমা। তাই তিনি কৃষ্ণকে বললেন আমি খুব ক্লান্ত, আমাকে তুমি যেখানে খুশি বয়ে নিয়ে যাও। কৃষ্ণ বললেন, কাধে চড়ো । এই বলে কৃষ্ণ অদৃশ্য হলেন। একাকী সেই রাতে রাধারাণী তাঁর সখীদের থেকে বহু দূরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। আর অনুশোচনা করতে লাগলেন, কেন আমি তাকে এই কথা বললাম, নৃত্য করতে করতে তারও হাত-পা ব্যথা ছিল। তাঁর সেবা করাই আমার উচিত ছিল। এদিকে সন্ধান করতে করতে সখীরা রাধাকে একাকী ক্রন্দন করতে দেখলেন। তাঁরা সবাই বুঝলেন কিছু ভুল করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অভিমান করে আমাদের সবাইকে এভাবে ছেড়ে চলে গেছে। শ্রীকৃষ্ণের মন ফেরানোর জন্য রাধারাণী ও সকল সখী অনুশোচনা করে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা বন্দনা করতে লাগলেন। তাঁদের চোখের জলে এক কুণ্ড তৈরী হলো। কৃষ্ণ তখন তাঁদের সবাইকে দর্শন দিয়ে সান্ত্বনা

ব্রহ্মাণ্ড দর্শন

দিলেন। এই মানসরোবরে স্নান করলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম লাভ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে এসেছিলেন। মহাপ্রভু, বল্লভাচার্য ও বিট্‌ঠল নাথের বৈঠক এবং রাসদেবী বিদ্যমান।

পানিগাঁও — মানসরোবরের তিন মাইল দক্ষিণ দিকে পানিগাঁও। এখানে দুর্বাশা মুনি বাস করতেন। কৃষ্ণ মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। একাদশীর পরদিন পারণ উপলক্ষ্যে দুর্বাশা মুনি অন্ন ভোজন ইচ্ছা করলে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে গোপিকারা যমুনা পার হয়ে এখানে মুনিকে ভোজন করানো এবং আশীর্বাদ লাভের ইচ্ছা করেন। তাঁরা দেখলেন যমুনা পারের পদ্ধতি নেই। কৃষ্ণকে ব্যবস্থা করতে বলেন। কৃষ্ণ বললেন, তোমরা যমুনা দেবীকে প্রণতি জানিয়ে বলো 'হে মাতা যমুনা, কৃষ্ণ হচ্ছে একান্ত ব্রহ্মচারী, সে মেয়েদের মুখ দেখে না। এই সত্য কথা শুনে আমাদের যাওয়ার জন্য পথ করে দাও'। কৃষ্ণের এই পরামর্শে গোপীরা যমুনা মাতাকে প্রণতি জানিয়ে সেই কথা বললেন। অমনি যমুনার জল দুই দিকে সরে গিয়ে রাস্তা হয়ে গেল। গোপীরা হেঁটে যমুনা পার হয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা দুর্বাশা মুনিকে প্রণতি জানিয়ে তাদের নিয়ে আসা ভোজ্য সামগ্রী গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এই সমস্ত বালিকাদের দেখে প্রায় সমস্ত ভোজ্য সামগ্রী আনন্দিত মনে দুর্বাশা মুনি ভোজন করলেন। বালিকাদের আশীর্বাদও করলেন। ফিরবার সময় গোপবালিকারা ইতস্তত হয়ে মুনিকে বলেন, যমুনা কিভাবে পার হবো? আসবার সময় তো একটা সত্য কথা বলেছিলাম। মুনি বললেন, তবে যমুনা মাকে প্রণতি জানিয়ে বলো যে, দুর্বাশা মুনি দুর্বার রস মাত্র খান, কোনও কিছু ভোজন করেন না। গোপীরাও যমুনা মাকে সেই কথা বললে জল উভয় দিকে সরে গিয়ে রাস্তা তৈরি হলো। তাঁরা হেঁটে যমুনা পার হলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের দেখা হলে এই দুটি সত্য কথার মূল্যায়ণ করতে বললেন। কৃষ্ণ বললেন, আমি কারও মুখাপেক্ষী নই। আমি স্বভাবতই আত্মারাম। নিজের আনন্দেই থাকি। তোমরা আমাকে যেভাবে দর্শন করতে চাও, তোমাদের ইচ্ছা অনুসারে আমি তোমাদের কাছে সে ভাবেই প্রকাশিত হই মাত্র। দ্বিতীয়ত, দুর্বাশা মুনি জ্ঞানী ভক্ত। কারও কাছে কিছু আশা করেন না। তোমরা অনেক কিছু খেতে দিয়েছ, তোমাদেরই ইচ্ছাতে তিনি ভোজন করেছেন। তাঁর সমস্ত ভোজনও অভোজনের মতো। তারপর গোপীরা দেখলেন তাদের পাত্রগুলি খাদ্য সামগ্রীতে পূর্ণ।

পানিগাঁও এর দক্ষিণে সর্বপাতক নাশক এই বনে শ্রীকৃষ্ণ লোহজঙ্ঘ নামে অসুরকে বধ করেছিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ৫।১৬৯৬ বলা হয়েছে—

অহে শ্রীনিবাস! এই দেখ লোহবন।
লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গোচারণ।।
নানাপুষ্প-সুগন্ধে ব্যাপিত রম্যস্থান।
একা লোহজঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান।।
লোহজঙ্ঘবন নাম হয়ত ইহার।
এ সর্ব পাতক হইতে করয়ে উদ্ধার।।

বান্দী— লোহবন থেকে তেরো কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বান্দী গ্রাম। গ্রামের পূর্ব নাম ছিল আনন্দবিনন্দী। প্রাচীন কালে এখানে আনন্দী ও বিনন্দী নামে দুই বোন গভীর ভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনে নিমগ্ন ছিলেন।

বলদেব— ব্রজমণ্ডলের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত। বান্দী গ্রামের তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এই বলদেব গ্রাম। মথুরা থেকে চব্বিশ কিমি দূরে। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীবজ্রনাভ প্রতিষ্ঠিত

বলরাম বিগ্রহ মাটির নীচে আবৃত হয়। কালক্রমে স্থানীয় বাসিন্দারা লক্ষ্য করলেন একটি কালো রঙের গাভী নিত্য সময়মতো এসে দাঁড়াতো। তার বাঁট থেকে দুধ ধারা পতিত হতো। সেই স্থান খনন করে শ্রীবলদেব বিগ্রহ আবিষ্কৃত হলো। খনিত স্থান একটি কুণ্ডে পরিণত হয়ে নাম হলো বলদেব কুণ্ড বা ক্ষীর সাগর। এই এলাকা শ্রীবলরামের বিহার ক্ষেত্র। বলদেব কুণ্ডের দক্ষিণ পাড়েই মন্দিরে রেবতী-বলদেব দর্শনীয় ।

চিন্তাহরণ ঘাট — বলদেব থেকে চার মাইল উত্তর পশ্চিমে যমুনা তীরে শিবমন্দির বিদ্যমান। কৈলাস থেকে শিব এসে মা যশোদার কাছে তার শিশুপুত্র কৃষ্ণকে দর্শন করতে চাইলে শিবকে মায়াবী কোনও অনিষ্টকারী ব্যক্তি মনে করে মা চিন্তিত হয়েছিলেন। চিন্তান্বিত যশোদাকে দেখে শিবও প্রভু কৃষ্ণকে কিভাবে দর্শন করবেন চিন্তা করতে লাগলেন। পৌর্ণমাসী দেবীর প্রেরণায় যশোদা মা শিশুপুত্রকে দর্শন করিয়েছিলেন। এই শিবের কৃপায় সমস্ত উদ্বেগ চিন্তা দূর হয়।

ব্রহ্মাণ্ড ঘাট— চিন্তাহরণ ঘাট থেকে এক কিমি পশ্চিমে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট। এই স্থানে শিশু কৃষ্ণ মাটি খেয়েছিল। ধূলোবালি মাটি খাওয়া ঠিক নয়। তাই বলরাম ও অন্য বালকেরা মা যশোদাকে বলেন, কৃষ্ণ মাটি খাচ্ছে। যশোদা এসে কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেন তুই মাটি খেয়েছিস্? কৃষ্ণ মাথা নাড়ে। না, খাইনি। মা বলেন, আগে মুখ খোল দেখি। কৃষ্ণ মুখ হাঁ করলে মা সেই মুখের ভেতর ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

গোকুল মহাবন— ব্রহ্মাণ্ড ঘাটের এক কিমি উত্তর দিকে গোকুল মহাবন। মথুরা থেকে সাড়ে আট মাইল দূরে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের শৈশব লীলাস্থলী অত্যন্ত মনোহর স্থান। যশোদা গর্ভ গৃহ, দধিমন্থন স্থান, চুরাশী খাম্বা, যমলা অর্জুন ভঞ্জন স্থান, কাকাসুর এসে শিশু কৃষ্ণকে মারতে চেয়েছিল, রাক্ষসী পুতনা এসে কৃষ্ণকে এখানে কালকূট মিশ্রিত স্তন্য পান করিয়েছিল।

রমনরেতী— মহাবন থেকে দেড় কিমি পশ্চিমে রমনরেতী। কৃষ্ণ বলরামের শৈশবলীলা ধুলো খেলাময় স্থান। রাধারমন মন্দির দর্শনীয়। এখানে প্রায় দর্শনার্থীগণ ধুলো খেলা করে

যমলার্জুন ভঞ্জন

রাধারাণীর জন্মভিটা

থাকেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রেম নয়নে শ্রীমদনগোপালকে অন্যান্য গোপশিশুদের সঙ্গে খেলারত দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন।

মথুরা ধামের কথা বললে হরিনাম জপের ফল হয়। মথুরা কথা শ্রবণ করলে কৃষ্ণ নাম শ্রবণের ফল হয়। কিছু স্পর্শ করলে শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্পর্শের ফল হয়। কিছু আঘ্রাণ করলে তুলসী আঘ্রাণের ফল হয়, কিছু দর্শন করলে হরি দর্শনের ফল হয়। হাঁটলে পদে পদে সর্বতীর্থ যাত্রার ফল হয়।

গোকুল— রমনরেতী থেকে দেড় কিমি উত্তরদিকে গোকুল। গোকুলচন্দ্রমার মন্দির। নন্দ মহারাজের গাড়ি রাখবার স্থান। একদিক একটি গাড়ির নীচে বিছানা পাতিয়ে মা যশোদা শিশু কৃষ্ণকে শুইয়ে রেখে কর্ম ব্যস্ত হলেন। শকটাসুর শিশুর অনিষ্ট করতে এলে শিশু কৃষ্ণ পদাঘাতেই শকটটি ছুঁড়ে দিয়ে ভেঙে ফেলল। শকটাসুর মারা গেল। তৃণাবর্ত অসুর শিশু কৃষ্ণকে হরণ করবার জন্য এখানে এসেছিল।

রাভেল— গোকুল থেকে রাভেল পাঁচ কিমি উত্তর দিকে। মথুরা থেকে সাত কিমি পূর্ব দিকে। কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধারাণীর জন্ম স্থান মনোরম এই রাভেল গ্রাম। ভাদ্র শুক্লাষ্টমীর দুপুরে তাঁর জন্ম হয়। রাধারাণীর সংকল্প ছিল এই জগতে এসে প্রথমেই কৃষ্ণকে দর্শন করবেন। তাই অন্ধ শিশুরূপে জন্মালেন। মা-বাবা চিন্তান্বিত ছিলেন। একদিন শিশু কৃষ্ণ তার মা-বাবার সঙ্গে বৃষভানু ভবনে এসে শিশু রাধাকে স্পর্শ করা মাত্র রাধা চক্ষু উন্মীলন করল। সবাই আনন্দিত হলো।

মথুরা— বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা গরিয়সী। একশো ষাট মাইল পরিধি জুড়ে মথুরা মণ্ডল। গর্গ সংহিতায় বলা হয়েছে, মথুরা ধামের কথা বললে হরিনাম জপের ফল হয়। মথুরা কথা শ্রবণ করলে কৃষ্ণ নাম শ্রবণের ফল হয়। কিছু স্পর্শ করলে শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্পর্শের ফল হয়। কিছু আঘ্রাণ করলে তুলসী আঘ্রাণের ফল হয়, কিছু দর্শন করলে হরি দর্শনের ফল হয়। হাঁটলে পদে পদে সর্বতীর্থ যাত্রার ফল হয়। এই মথুরাতে একদিন বাস করলে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির উদয় হয়। পদ্ম আকৃতির মথুরার কর্ণিকায় কেশবদেব, পশ্চিম পত্রে হরিদেব, উত্তরপত্রে গোবিন্দদেব, পূর্ব পত্রে বিশ্রান্তিদেব এবং দক্ষিণপত্রে বরাহদেব বিরাজমান। রামভ্রাতা শত্রুঘ্ন মধুপুত্র

লবন অসুরকে বধ করে মথুরাপুরী স্থাপন করেন। এখানে কংসের কারাগারে দেবকী-বসুদেবের পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। ভূতেশ্বর মহাদেব, কংসবধ টিলা, বিশ্রাম ঘাট, রজক বধ টিলা, কুব্জার বাড়ী, অক্রুরের ভবন এবং যমুনাতীরে রয়েছে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি ও কৃষ্ণভক্তি প্রদায়ক চব্বিশটি ঘাট বা তীর্থ। বর্তমানে সেই ঘাট সমূহের নাম গোকর্ণ, বামন, চক্রতীর্থ, অম্বরীশ, কৃষ্ণগঙ্গা, সৎসংঘ, হংস, রাণী, কংস, স্বানী (সংযমন), সপ্ত, সীতা, বিশ্রাম ঘাট (বিভ্রান্তি তীর্থ), প্রিয়া, শ্যামঘাট (নবতীর্থ), অসিকুণ্ড ঘাট, দাউজী ঘাট, প্রয়াগ, শৃঙ্গার, রাম, বাঙালী ঘাট (তিন্দুক তীর্থ), ধ্রুব ঘাট, ঋষি ঘাট, মহাদেব ঘাট প্রভৃতি।

শ্রীকেশবদেব, মথুরা

বিশ্রাম ঘাট— শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করে এই স্থানে বিশ্রাম করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আগমন কালে সর্ব প্রথম এই স্থানে এসে স্নান ও বিশ্রাম করেছিলেন। এই স্থানের স্নানে বহু জীবের সংসার ভ্রমণ থেকে বিশ্রাম হয়।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি— এখানে বিশাল সুন্দর মন্দির শোভা পাচ্ছে। শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ, সীতা-রাম-লক্ষ্মণ, জগন্নাথ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ দর্শনীয়। মন্দিরের পেছনেই কংসের কারাগারের মধ্যে দেবকী-বসুদেব আবদ্ধ ছিলেন। কারাগার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন।

পোতরা কুণ্ড— শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গৃহের পশ্চিম দিকে এই কুণ্ডে মা দেবকী কাপড় ধৌত করতেন। কুণ্ড স্নানে কৃষ্ণচরণ দর্শন হয়।

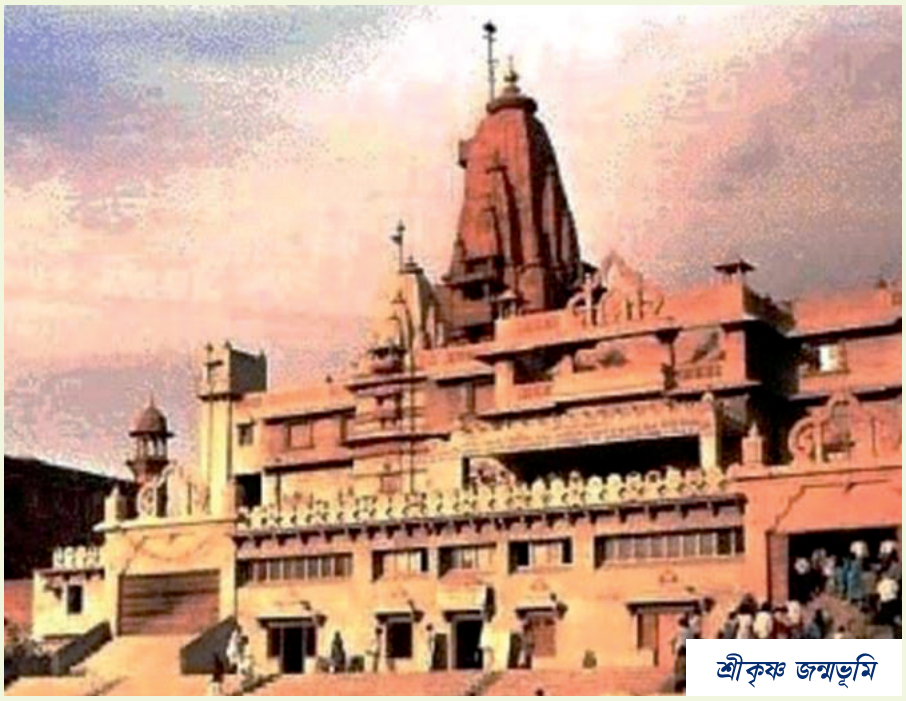

শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি

ভূতেশ্বর শিব মন্দির— পোতরা কুণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মথুরার দ্বারপাল কৃষ্ণভক্তিদাতা শ্রীভূতেশ্বর শিব এবং পাতাল দেবী বিরাজমান।

মথুরাধীশ মন্দির— জন্মভূমি ও ভূতেশ্বর মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে এই মন্দিরে মথুরাধীশকে দর্শন করলে পুর্নজন্ম হয় না।

কেশবদেব মন্দির— কৃষ্ণ জন্মভূমির পশ্চিম ভাগে আদি কেশব দেবকে দর্শন ও প্রদক্ষিণ করলে বহু জন্মের সর্বপাপ নাশ হয়।

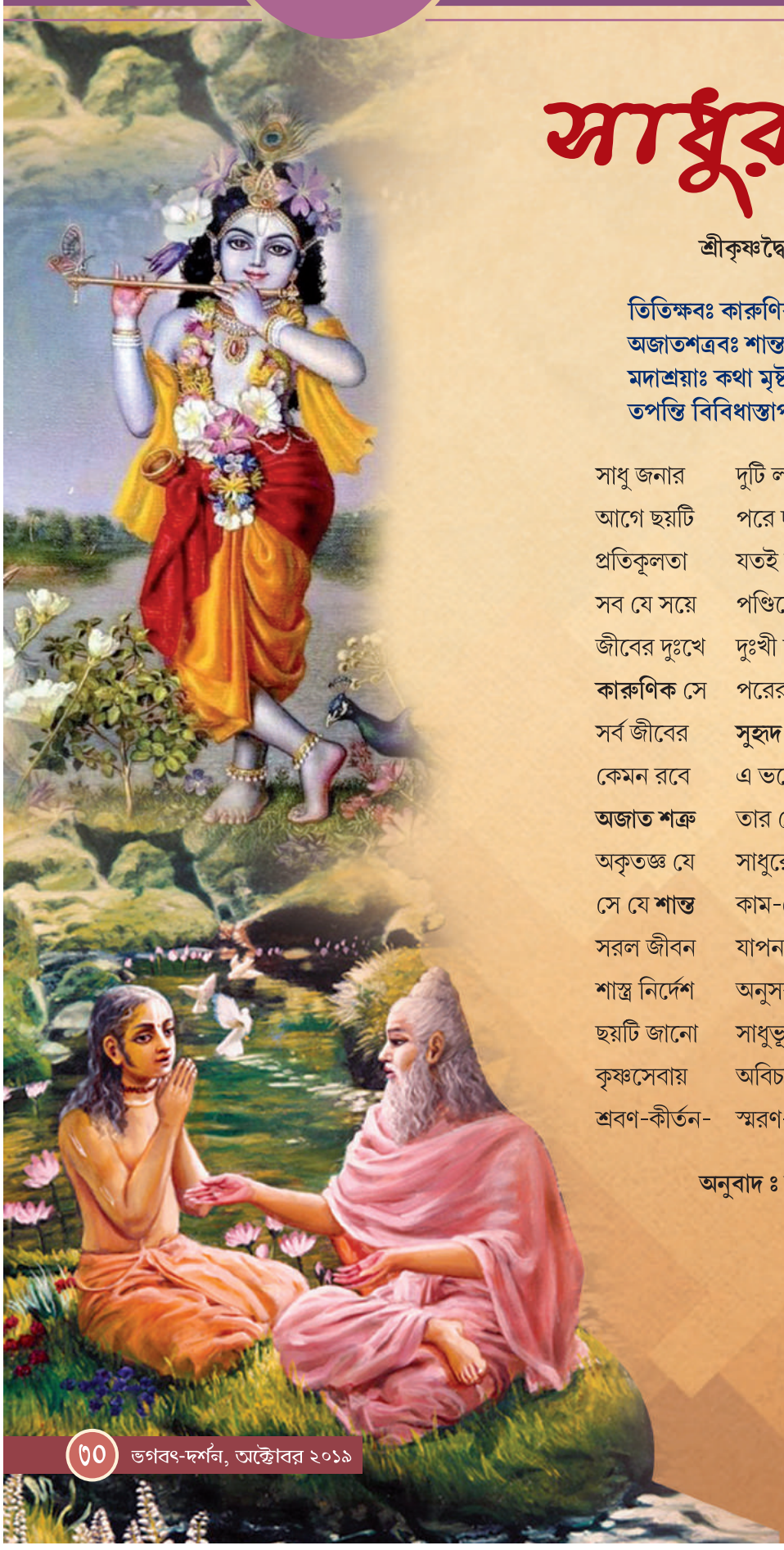

সাধুর লক্ষণ

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ।।
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্গতচেতসঃ।।

সাধু জনার দুটি লক্ষণ তটস্থ স্বরূপ।
আগে ছয়টি পরে দুইটি জানো তার রূপ।।
প্রতিকূলতা যতই আছে ভজনে প্রচারে।
সব যে সয়ে পণ্ডিতে কয় **তিতিক্ষু** তারে।।
জীবের দুঃখে দুঃখী নিজের মুক্তি নাই চায়।
কারুণিক সে পরের শুভ গতির চিন্তায়।।
সর্ব জীবের **সুহৃদ** সে শিখায় ভকতি।
কেমন রবে এ ভবে আর বৈকুণ্ঠ গতি।।
অজাত শত্রু তার তো কোন শত্রুভাব নেই।
অকৃতজ্ঞ যে সাধুরে ভাবে শত্রু মোর এই।।
সে যে **শান্ত** কাম-ক্রোধ- ঈর্ষা শূণ্য প্রাণ।
সরল জীবন যাপন করে ভাবনা মহান।।
শাস্ত্র নির্দেশ অনুসরণ **সাধু আচরণ**।
ছয়টি জানো সাধুভূষণ তটস্থ লক্ষণ।।
কৃষ্ণসেবায় অবিচলিত একনিষ্ঠ মন।
শ্রবণ-কীর্তন- স্মরণ-নিষ্ঠ স্বরূপ লক্ষণ।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

দীপদান মাহাত্ম্য

সারা বছরই শ্রীহরির উদ্দেশ্যে প্রদীপ নিবেদন করতে হয়। নিত্য নিয়মিত আরতির জন্য ঘৃত প্রদীপ নিবেদন করা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তবে কার্তিক বা দামোদর মাসে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রদীপ নিবেদনের বিশেষ মাহাত্ম্য বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা বা লক্ষ্মী পূর্ণিমা থেকে হৈমন্তী রাস পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস দামোদর-অষ্টকম্ গান করে ভক্তবৃন্দ শ্রীদামোদরকে প্রদীপ আরতি করেন।

প্রদীপের সলতেটি কার্পাস তুলো বা নতুন তুলো কাপড়ের বাঞ্ছনীয়। ঘি বা তিল তেল দিয়ে দীপ জ্বালাতে হয়। ময়লা কাপড় চলবে না। সলতেটি পবিত্র মাটির আধারে বা অন্য ধাতব পাত্রে থাকবে। মাটিতে রাখতে নেই।

স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে, কার্তিক মাসে জনার্দনকে দীপদান ফলে মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, শৌচহীন সকলই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কেশবের সামনে কার্তিকে দীপদানকারীর সর্বযজ্ঞের যজন ও সর্বতীর্থের স্নান হয়।

পুরাকালে পিতৃগণ গাথা কীর্তিত হতে শোনা যায়, আমাদের কুলে পৃথিবীতে পিতৃভক্ত পুত্র জন্মাবে, যে পুত্র কার্তিকমাসে কেশবকে দীপদান করে প্রসন্ন করবে এবং চক্রপানির প্রসাদে আমরা নিশ্চয়ই মুক্তি পাবো। কখনও কখনও দাদু-দিদিমারা তাঁদের নাতি-পুতিকে কোলে নিয়ে আদর করে বলেন, 'নাতি স্বর্গে দেবে বাতি।' একথার মানে হচ্ছে, আমাদের কর্মবিপাকে যদি আমাদের অন্ধকার দুর্গতি ঘটে তা হলে আমাদের পুত্র ভক্তিসচেতন না হলেও এই নাতি হয়তো শ্রীহরির সামনে কার্তিকে প্রদীপ ঘুরিয়ে আমাদের মুক্তির আলো দেখাবে। সেই আশা করেই নাতির গালে চুমা দিচ্ছি।

পিতৃপক্ষে অন্নদান, গ্রীষ্মকালে জলদান দ্বারা যে ফল হয়, কার্তিক মাসে প্রদীপ দান কেন, অন্যের নিবেদিত প্রদীপও যদি কেউ উদ্দীপিত করে, তবে সেই ফল লাভ হয়। হরিমন্দিরে অন্যের দীপকে যারা উজ্জ্বল করে তারা যম যন্ত্রণা থেকে নিস্তার লাভ করে।

একদিন কার্তিক একাদশীতে বিষ্ণুমন্দিরে রাত্রিবেলায় এক ইঁদুর প্রায় নিবন্ত প্রদীপের ঘি খেতে গিয়ে যেই মুখ লাগালো অমনি সলতে নড়ে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে শুরু করল। ইঁদুরটির মুখে দীপের আগুন লেগে গিয়ে ইঁদুর দেহত্যাগ করল। তারপর ইঁদুরটি সেই বিষ্ণুমন্দিরের পূজারীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করল। সেই কন্যাটি ভক্তিভরে, বিষ্ণুমন্দিরের মার্জনাদি কর্ম এবং বিষ্ণুর জন্য ফুল সংগ্রহ, মালা বানিয়ে নিবেদন করা প্রভৃতি সেবায় যুক্ত হলো। মনুষ্য জন্মের অন্তিম লগ্নে বিষ্ণুলোকে গমন করল। এই হলো পরের প্রদীপ উদ্দীপন করার ফল।

নারদীয় পুরাণে বলে হয়েছে, একটা দাঁড়িপাল্লায় যদি সম্ভব হয় যে, একটি পাল্লাতে রত্ন সমন্বিত সমুদ্র, সমস্ত শস্য সমন্বিত ভূখণ্ড, এককথায় ধনরত্ন শস্য সমন্বিত পৃথিবীকে রাখা হয়, এবং অন্য পাল্লায় একটি জ্বলন্ত প্রদীপ রাখা হয়। তবে দাঁড়িপাল্লায় এই দুই দানের বস্তুর মধ্যে প্রদীপ পাল্লাটি ভারী হয়ে যাবে।

হরেকৃষ্ণ, এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের গ্রাহক ভিক্ষা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করুন।

Name: ISKCON, Account No : 005010100329439
AXIS BANK (Kolkata Main Branch)
7 Shakespeare Sarani, Kolkata, IFSC : UTIB0000005

আজই গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন

লগ-অন করুনঃ
www.bhagavatdarshan.in
Email : btgbengali@gmail.com

আপনার যোগাযোগের নম্বর
9073791237
বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
(সোম থেকে শনি)